রোমীয়দের প্রতি পত্র

1 যীশু খ্রীষ্টের দাস পৌলের কাছ থেকে–ঈশ্বর আমাকে
প্রেরিত হবার জন্য আহ্বান করেছেন। সমস্ত মানুষের
কাছে ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচারের জন্য আমাকে মনোনীত
করা হয়েছিল।

2ঈশ্বর বহুপূর্বেই মানুষের কাছে এই সুসমাচার পৌঁছে
দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই প্রতিশ্রুতি দিতে
ঈশ্বর তাঁর ভাববাদীদের ব্যবহার করেছিলেন। পবিত্র
শাস্ত্রে এই প্রতিশ্রুতির কথা লেখা ছিল। **3-4**ঈশ্বরের পুত্র
আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ই হল এই সুসমাচার।
মানবরূপে তিনি দায়ূদের বংশে জন্মেছিলেন; কিন্তু যীশু
খ্রীষ্ট যে ঈশ্বরের পুত্র তা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে দেখানো
হল। মৃতদের মধ্য হতে মহাপরাক্রমে তাঁর পুনরুত্থানও
প্রমাণ করে যে তিনি ঈশ্বরের পুত্র। **5**খ্রীষ্টের মাধ্যমে
ঈশ্বর আমাকে প্রেরিতের এই বিশেষ কাজ দিয়েছেন,
যেন সর্বজাতির লোকদের আমি বিশ্বাস ও বাধ্যতার
পথে নিয়ে যাই। একাজ আমি খ্রীষ্টের জন্যই করছি।
6রোমনিবাসীরা, তোমরাও তাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্টের
আহুত লোক হিসাবে আছ।

7হে রোমনিবাসীগণ, তোমরা যারা ঈশ্বরের পবিত্র
লোক হবার জন্য আহুত তাদের সকলকে এই চিঠি
লিখছি। তোমরা তাঁর ভালবাসার পাত্র।

আমাদের ঈশ্বর পিতা ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট হতে
তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্তুক।

ধন্যবাদের প্রার্থনা

8প্রথমেই আমি তোমাদের সকলের জন্য যীশু খ্রীষ্টের
মধ্য দিয়ে আমার ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি
ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তাঁর প্রতি তোমাদের
এই মহাবিশ্বাসের কথা জগতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।
9-10আমার প্রার্থনার সময় প্রতিবারই আমি তোমাদের
মনে করি। ঈশ্বর জানেন যে একথা সত্য। আমি তাঁর
পুত্রবিষয়ক সুসমাচার লোকদের কাছে প্রচার দ্বারা
আত্মাতে ঈশ্বরের উপাসনা করি। আমি ঈশ্বরের
কাছে প্রার্থনা করছি যেন তোমাদের সবার কাছে
যাবার অনুমতি পাই; আর ঈশ্বর যদি ইচ্ছা করেন
তবেই তা সম্ভব হবে। **11**আমি তোমাদের দেখার জন্য
বড়ই উৎসুক। তোমাদের শক্তিশালী করে তোলার জন্য
আমি সকলকে কিছু আত্মিক বর দিতে চাই। **12**আমি
বলতে চাই–আমাদের যে বিশ্বাস রয়েছে, তার দ্বারা যেন
পরস্পর উদ্বুদ্ধ হই। **13**ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে
তোমরা জান আমি বহুবার তোমাদের কাছে যেতে
চেষ্টা করেছি, কিন্তু বাধা পেয়েছি। আমি তোমাদের
কাছে যেতে চেয়েছি যাতে তোমাদের আত্মিকভাবে বৃদ্ধি
পেতে সাহায্য করতে পারি। অন্যান্য অইহুদী লোকদের
আমি যেমন সাহায্য করেছি, তেমনি আমি
তোমাদেরকেও সাহায্য করতে চাই।

14আমার উচিত সকলের সেবা করা, তা সে গ্রীক
হোক বা না হোক, বিজ্ঞ বা মূর্খ হোক। **15**এই কারণেই
রোমে তোমাদের কাছে সুসমাচার প্রচার করবার জন্য
আমি এত আগ্রহী।

16সুসমাচারের জন্য আমি গর্ববোধ করি। সুসমাচারই
হল সেই শক্তি, যে শক্তির দ্বারা ঈশ্বর তাঁর বিশ্বাসীদের
উদ্ধার করেন, প্রথমে ইহুদীদের পরে অইহুদীদের।
17ঈশ্বর কি করে মানুষকে নির্দোষ বলে গ্রহণ করেন,
তা এই সুসমাচারের মধ্য দিয়েই দেখানো হয়েছে। শুরু
থেকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সামনে
নির্দোষ বলে গণ্য হয়। শাস্ত্র যেমন বলে, "বিশ্বাসের
দ্বারা যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে
সে অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।"*

সকলেই অন্যায় করেছে

18মানুষ নিজের অধর্ম দিয়ে ঈশ্বরের সত্যকে চেপে
রাখে, তাই মানুষের কৃত সকল মন্দ এবং অন্যায় কাজের
জন্য স্বর্গ থেকে মানুষের উপর ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশ
পায়। ঈশ্বর সম্পর্কে যা জানা যেতে পারে তা
পরিষ্কারভাবে তারা জেনেছে। **19**তাছাড়া মানুষের পক্ষে
ঈশ্বরকে যতখানি জানা সম্ভব, তা তো তিনি
পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। **20**ঈশ্বর সম্পর্কে এমন
এমন বিষয় আছে যা মানুষ চোখে দেখতে পায় না,
যেমন তাঁর অনন্ত পরাক্রম ও সেই সমস্ত বিষয়, যার
কারণে তিনি ঈশ্বর। জগৎ সৃষ্টির শুরু থেকে ঈশ্বরের
নানা কাজে সে সব প্রকাশিত হয়েছে। ঈশ্বরের সৃষ্ট
বস্তুর মধ্যে ঐসব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যাচ্ছে। তাই
মানুষ যে মন্দ কাজ করছে তার জন্য উত্তর দেবার পথ
তার নেই। **21**লোকেরা ঈশ্বরকে জানত, কিন্তু তারা
ঈশ্বরের গৌরব করে নি এবং তাঁকে ধন্যবাদও দেয় নি।
লোকদের চিন্তাধারা অসার হয়ে গেছে এবং তাদের
নির্বোধ মন অন্ধকারে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। **22**তারা
নিজেদের বিজ্ঞ বলে পরিচয় দিলেও তারা মূর্খ। **23**তারা
চিরজীবি ঈশ্বরের গৌরব করার পরিবর্তে, নশ্বর মানুষ,
পাখি, চতুষ্পদের ও সরীসৃপের মূর্ত্তিগুলির উপাসনা
করে সেই গৌরব তাদের দিয়েছে।

24তারা ঈশ্বরকে প্রত্যাখান করেছে বলে ঈশ্বর তাদের
খুশি মতো পাপের পথে চলতে দিলেন এবং তাদের
অন্তরের কামনা বাসনা অনুসারে মন্দ কাজ করতে

"বিশ্বাসের ... হবে" হবক্কুক 2:4

ছেড়ে দিলেন। ফলে তারা তাদের দেহকে পরস্পরের সঙ্গে অসঙ্গত সংসর্গে ব্যবহার করে যৌনপাপে পূর্ণ হয়েছে। 25ঈশ্বরের সত্যকে ফেলে তারা মিথ্যা গ্রহণ করেছে; আর সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে দিয়ে তারা তাঁর সৃষ্ট বস্তুকে উপাসনা করেছে। চিরকাল ঈশ্বরের প্রশংসা করা উচিত। আমেন।

26লোকেরা ঐসব মন্দ কাজে লিপ্ত ছিল বলে ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিলেন ও তাদের লজ্জাজনক অভিলাষের পথে চলতে দিলেন। নারীরা পুরুষের সঙ্গে স্বাভাবিক সংসর্গ ত্যাগ করে নিজেদের মধ্যে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছে। 27ঠিক একইভাবে পুরুষেরাও স্ত্রীদের সঙ্গে স্বাভাবিক সংসর্গ ছেড়ে দিয়ে অপর পুরুষের জন্য লালায়িত হয়ে লজ্জাকর কাজ করেছে; আর এই পাপ কাজের শাস্তি তারা তাদের শরীরেই পেয়েছে।

28তারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান থাকা নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেনি। তাই ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছেন যেন তারা নিজেদের অসার চিন্তায় ডুবে থাকে এবং যেসব কাজ তাদের করা উচিত নয় তা করে। 29সেই লোকদের জীবন সব রকমের পাপ, মন্দ, স্বার্থপরতা ও হিংসায় ভরা। তাদের জীবন দ্বেষ, হত্যা, বিবাদ, মিথ্যা ছল ও দুর্বুদ্ধিতে পূর্ণ। 30তারা ঈশ্বর ঘৃণাকারী, দুর্বিনীত, উদ্ধত, আত্মশ্লাঘী, মন্দ বিষয়ের উৎপাদক, পিতামাতার অনাজ্ঞাবহ। 31তারা নির্বোধ, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী, স্নেহরহিত ও নির্দয়। 32তারা ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা জানে। তারা জানে যে বিধি-ব্যবস্থা বলে, যারা এমন আচরণ করে তারা মৃত্যুর যোগ্য; কিন্তু তা জেনেও তারা সেই সব মন্দ কাজ করে চলে। তাদের ধারণা, যারা ঐসব মন্দ কাজ করে তারা সবাই ঠিকই করছে।

তোমরা ইহুদীরাও পাপী

2 যদি মনে কর যে তুমি ঐ লোকদের বিচার করতে পার, তাহলে ভুল করছ, কারণ তুমিও দোষী। তুমি অপরের বিচার কর; কিন্তু তুমিও সেই একইরকম মন্দ কাজ কর। কাজেই তুমি যখন অন্যের বিচার কর তখন নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত কর। 2যারা মন্দ কাজ করে ঈশ্বর তাদের বিচার করেন; আর তাঁর বিচার ন্যায়সম্মত। 3তুমি তাদের বিচার করে থাক; কিন্তু তুমি নিজেও তাদের মত সেই সব মন্দ কাজ কর। তাই এ কথা তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে ঈশ্বর তোমার বিচার করবেন। তুমি তার বিচার এড়াতে পারবে না। 4ঈশ্বর তোমার প্রতি দয়া করেছেন ও সহিষ্ণু হয়েছেন। ঈশ্বর অপেক্ষা করছেন যেন তোমার পরিবর্তন হয়; কিন্তু তুমি তাঁর দয়াকে তুচ্ছ জ্ঞান করছ। তুমি হয়তো বুঝতে পারছ না যে তোমাদের প্রতি ঈশ্বরের এত দয়ার উদ্দেশ্য হল যাতে তোমরা পাপ থেকে মন-ফিরাও।

5কিন্তু তুমি কঠিনমনা লোক ও অবাধ্য। তুমি পরিবর্তিত হতে চাও না, তাই তুমিই তোমার দণ্ডকে ঘোরতর করে তুলছ। ঈশ্বরের ক্রোধ প্রকাশের দিনে তুমি সেই দণ্ড পাবে, যে দিন লোকে ঈশ্বরের ন্যায়বিচার দেখতে পাবে। 6ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার কার্য্য অনুসারে ফল দেবেন। 7যারা অবিরাম তাদের সৎক্রিয়া দ্বারা মহিমা, সম্মান এবং অমরত্বের অন্বেষণ করে, ঈশ্বর তাদের অনন্ত জীবনের অধিকারী করবেন। 8কিন্তু যারা স্বার্থপর, সত্যের অবজ্ঞাকারী এবং মন্দ পথেই চলে, ঈশ্বর তাদের উপর তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি ঢেলে দেবেন। 9যারা মন্দ কাজ করে তাদের প্রত্যেকের জীবনে ঈশ্বরের কাছ থেকে ক্লেশ ও পীড়া আসবে। প্রথমে ইহুদীদের ও পরে অইহুদীদের উপরে। 10কিন্তু যারা সৎকাজ করে তাদের তিনি মহিমা, সম্মান ও শান্তি দেবেন, প্রথমে ইহুদীদের ও পরে অইহুদীদের। 11ঈশ্বর সকল মানুষকে একইভাবে বিচার করেন।

12যারা বিধি-ব্যবস্থা জানে আর যারা তা কখনই শোনে নি, পাপ করলে তারা সকলে একই পর্যায়ে পড়ে। বিধি-ব্যবস্থা না জেনে যত লোক পাপ করছে, তারা সকলেই বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই বিনষ্ট হবে। একইভাবে যাদের কাছে বিধি-ব্যবস্থা আছে তবু পাপ করে, তারা বিধি-ব্যবস্থা দ্বারাই বিচারিত হবে। 13বিধি-ব্যবস্থার কথা শোনার দ্বারা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় না বরং বিধি-ব্যবস্থা যা বলে তা সর্বদা পালন করলেই ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক হওয়া যায়। 14(অইহুদীরা কোন বিধি-ব্যবস্থা পায়নি, অথচ তারা যখন স্বভাবতঃ বিধি-ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ করে, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের বিধি-ব্যবস্থা। যদিও তাদের অধিকারে কোন বিধি-ব্যবস্থা নেই তবুও এটাই সত্য। 15তারা দেখায় যে, বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, তা তারা তাদের হৃদয় দিয়েই জানে। তাদের বিবেকও এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। অনেক সময় তাদের চিন্তাধারাই ব্যক্ত করে যে তারা অন্যায় কাজ করছে আর তাতে তারা দোষী হয়। কোন কোন সময় তাদের চিন্তাধারা ব্যক্ত করে যে তারা ঠিকই করছে, আর তাই তারা দোষী হয় না।) 16এসব তখনই ঘটবে যখন ঈশ্বর, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে মানুষের সকল গুপ্ত বিষয়ের বিচার করবেন। যে সুসমাচার আমি লোকদের কাছে প্রচার করি তা এই কথাই বলছে।

ইহুদীরা এবং বিধি-ব্যবস্থা

17তোমার অবস্থা কেমন? তুমি নিজেকে ইহুদী বলে পরিচয় দাও এবং বিধি-ব্যবস্থার উপর নির্ভর কর ও গর্ব কর যে তুমি ঈশ্বরের কাছাকাছি রয়েছ। 18তুমি জান যে ঈশ্বর তোমার কাছ থেকে কোন কাজ আশা করেন; আর কোনটা গুরুত্বপূর্ণ তাও তুমি জান, কারণ তুমি বিধি-ব্যবস্থা শিক্ষা করেছ। 19যারা ঠিক পথ চেনে না তুমি মনে কর এমন লোকদের তুমি একজন পথ প্রদর্শক। তুমি মনে কর যারা অন্ধকারে আছে তুমি তাদের কাছে জ্যোতিঃস্বরূপ। 20তুমি মনে কর যে, যাদের মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন তুমি তাদের শিক্ষক হতে পার। তোমার কাছে বিধি-ব্যবস্থা আছে তাই তুমি মনে কর যে তুমি সবই জান ও সব সত্য তোমার কাছেই রয়েছে। 21তুমি অপরকে শিক্ষা দিয়ে থাক; কিন্তু তুমি কি নিজেকেও

শিক্ষা দাও? চুরি কোর না বলে তুমি অপরকে শিক্ষা
দাও; কিন্তু তুমি নিজে চুরি কর। 22তুমি বল লোকে
যেন যৌন পাপে লিপ্ত না হয়; কিন্তু নিজে সেই পাপে
পাপী। তুমি প্রতিমা ঘৃণা কর; কিন্তু মন্দির থেকে চুরি
কর। 23তুমি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা নিয়ে গর্ব কর আবার
সেই একই বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন করে ঈশ্বরেরই অবমাননা
কর। 24শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে: "ইহুদীরা, তোমাদের
জন্যই অইহুদীরা ঈশ্বরের নিন্দা করে।"*

25সুন্নতের মূল্য আছে যদি তুমি বিধি-ব্যবস্থা মান;
কিন্তু যদি বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর তাহলে তা সুন্নত না
হওয়ার সমান। 26অইহুদীরা সুন্নত করায় না; কিন্তু সুন্নত
ছাড়াই যদি তারা বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ মেনে চলে তাহলে
কি তারা সুন্নতের মতই হবে না? 27ইহুদীরা, তোমাদের
লিখিত বিধি-ব্যবস্থা ও সুন্নত প্রথা আছে; কিন্তু তোমরা
বিধি-ব্যবস্থা লঙ্ঘন কর। তাই যাদের দৈহিকভাবে সুন্নত
হয়নি অথচ বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলে, তারা দেখিয়ে দেবে
যে তোমরা ইহুদীরা দোষী। 28বাহ্যিকভাবে ইহুদী হলেই
প্রকৃত ইহুদী হওয়া যায় না, এবং পূর্ণ অর্থে বাহ্যিক
সুন্নত প্রকৃত সুন্নত নয়। 29যে অন্তরে ইহুদী সেই প্রকৃত
ইহুদী। প্রকৃত সুন্নত সম্পন্ন হয় অন্তরে; বিধি-ব্যবস্থায়
লিখিত অক্ষরের মাধ্যমে তা হয় না কিন্তু অন্তরে আত্মা
দ্বারা সাধিত হয়। আত্মার দ্বারা যে ব্যক্তির হৃদয়ের
সুন্নত হয় সে মানুষের প্রশংসা নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসা
পায়।

3 তাহলে ইহুদীদের এমন কি সুবিধা আছে যা অন্য
লোকদের নেই? সুন্নতেরই বা মূল্য কি? 2হ্যাঁ, সব
দিক দিয়েই ইহুদীদের অনেক সুবিধা আছে। তাদের
মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই; ঈশ্বর তাঁর শিক্ষা
প্রথমে ইহুদীদেরই দিয়েছিলেন। 3একথা ঠিক যে কিছু
কিছু ইহুদী ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না; কিন্তু তাতে
কি? তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে বলে কি ঈশ্বরও অবিশ্বস্ত
হবেন?

4না, নিশ্চয়ই নয়! সব মানুষ মিথ্যাবাদী হলেও,
ঈশ্বর সবসময়ই সত্য। শাস্ত্রে যেমন বলে:

"তুমি তোমার বাক্যেই ন্যায়পরায়ণ প্রতিপন্ন হবে
আর বিচারের সময় তোমার জয় হবেই।"

গীতসংহিতা 51:4

5আমরা যখন অন্যায় করি তখন আরো স্পষ্টভাবে
জানা যায় যে ঈশ্বর ন্যায়বান। তবে আমরা কি বলব যে
ঈশ্বর যখন আমাদের শাস্তি দেন তখন অন্যায় করেন?
কারো কারো মনে যেমন চিন্তা থাকে আমি সেই রকম
বলছি। 6ঈশ্বর যদি ন্যায়পরায়ণ না হতেন, তবে জগতের
বিচার করা তাঁর দ্বারা সম্ভব হোত না।

7কেউ আবার বলতে পারেন, "যদি আমার মিথ্যার
মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ পায় তবে পাপী হিসেবে
আমার বিচার কেন হয়?" 8তাহলে একথা দাঁড়ায় যে,
"এস আমরা মন্দ কিছু করি যাতে তার থেকে ভাল
কিছু পাওয়া যায়।" অনেকে আমাদের সমালোচনা করে
বলে যে আমরা নাকি এমনি শিক্ষা দিই। যারা এমন
কথা বলে তারা ভুল করছে এবং তারা বিচারে দোষী
সাব্যস্ত হবেই।

সমস্ত লোকই দোষী

9তাহলে কি আমরা ইহুদীরা অন্যদের থেকে ভাল?
না, কখনই না, কারণ আমরা এর আগেই বলেছি যে
ইহুদী বা অইহুদী সকলেই সমান। তারা সকলেই পাপের
শক্তির অধীন। 10শাস্ত্রে যেমন বলে :

"এমন কেউ নেই যে ধার্মিক; এমনকি একজনও
নেই।

11এমন কেউ নেই যে বোঝে। এমন কেউ নেই যে
ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করে।

12সকলেই ঈশ্বর হতে দূরে সরে গেছে, সকলেই
অপদার্থ, কেউই ভাল কাজ করে না, একজনও না!"

গীতসংহিতা 14:1-3

13"তাদের মুখ এক উন্মুক্ত কবর; জিভ দিয়ে তারা
ছলনার কথা বলে।" *গীতসংহিতা 5:9*

"তাদের বাক্যে সাপের বিষ ঢালা।"

গীতসংহিতা 140:3

14"সবসময়ই তাদের মুখে শুধু অভিশাপ ও কটু
কথা।" *গীতসংহিতা 10:7*

15"রক্ত ঝরানোর কাজে তারা ব্যগ্র;

16তাদের চরণ যে পথেই যায়, সে পথেই রেখে যায়
বিনাশ ও বিষাদ।

17শান্তির পথ তারা কখনও চেনেনি।"

যিশাইয় 59:7-8

18"ঈশ্বরের জন্যে তাদের শ্রদ্ধা নেই।"

গীতসংহিতা 36:1

19তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিধি-ব্যবস্থা যা
কিছু বলে তা বিধি-ব্যবস্থার অধীন লোকদেরই বলে;
তাই মানুষের আর অজুহাত দেখাবার কিছু নেই, তাদের
মুখ বন্ধ। সমস্ত জগত, ইহুদী কি অইহুদী, ঈশ্বরের
সামনে দোষী। 20কারণ বিধি-ব্যবস্থা পালন করলেই যে
ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া যায় তা নয়,
বিধি-ব্যবস্থা কেবল পাপকে চিহ্নিত করে।

ঈশ্বর কি করে মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন

21কিন্তু এখন বিধি-ব্যবস্থা ছাড়াই ঈশ্বর লোকেদের
তাঁর সম্মুখে ধার্মিক প্রতিপন্ন করার যে কাজ করেছেন
তা প্রকাশিত হয়েছে। বিধি-ব্যবস্থা ও ভাববাদীরা এই
নতুন পথের কথাই বলে গেছেন। 22যীশু খ্রীষ্টের ওপর
বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়। যারাই খ্রীষ্টে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের সবার
জন্যই এই কাজ ঈশ্বর করেন, কারণ তাদের মধ্যে

"ইহুদীরা … করে" যিশ 52:5

কোন প্রভেদ নেই। 23সকলেই পাপ করেছে, এবং ঈশ্বরের
মহিমা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 24কিন্তু তারা ঈশ্বরের
অনুগ্রহে বিনামূল্যে যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পাপ থেকে
মুক্তিলাভ করে ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে।
25ঈশ্বর যীশুকে উৎসর্গীকৃত বলিরূপে আমাদের কাছে
দিলেন যেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে, বিশ্বাসের মাধ্যমেই
তাদের পাপ সকল ক্ষমা হয়। ঈশ্বর এই কাজের মাধ্যমে
দেখান যে তিনি সর্বদাই যা ন্যায্য তাই করেন। অতীতেও
তিনি সহিষ্ণুতা দেখিয়েছিলেন এবং লোকদের পাপ
অনুযায়ী শাস্তি দেন নি; 26তাঁর পুত্র যীশুকে দান করে
আজও তিনি দেখান যে তিনি ন্যায়বান। ঈশ্বর এই
কাজ করেছেন যাতে তিনি বিচারে ন্যায়পরায়ণ থাকেন
ও যে কেউ যীশুতে বিশ্বাস করে সেও ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়। 27সেজন্য গর্ব করার মত আমাদের কিছুই রইল
না, কারণ বিধি-ব্যবস্থা পালনের দ্বারা নয়, বিশ্বাসের
ব্যবস্থা দ্বারা গর্ব করার পথ রুদ্ধ হল। 28সুতরাং আমরা
বিশ্বাস করি মানুষ বিধি-ব্যবস্থা পালনের জন্য যা করে
তার দ্বারা নয়; কিন্তু বিশ্বাসেই সে ঈশ্বরের সাক্ষাতে
ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। 29ঈশ্বর কেবল ইহুদীদের ঈশ্বর
নন, তিনি অইহুদীদেরও ঈশ্বর। 30ঈশ্বর এক এবং একই
উপায়ে সকলকে উদ্ধার করেন। তিনি ইহুদীদের বিশ্বাসের
মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন। আবার তিনি
অইহুদীদেরকে তাদের বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক প্রতিপন্ন
করেন। 31তবে বিশ্বাসের পথে চলে কি আমরা বিধি-
ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিচ্ছি? কখনই না। বরং বিশ্বাসের
পথে চলে আমরা বিধি-ব্যবস্থার যথার্থ উদ্দেশ্য তুলে
ধরি।

অব্রাহামের দৃষ্টান্ত

4 তাহলে আমাদের পার্থিব পিতৃপুরুষ অব্রাহাম সম্বন্ধে
আমরা কি বলব? বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি কি
শিখেছিলেন? 2যদি নিজের কাজের জন্য তিনি ধার্মিক
প্রতিপন্ন হতেন, তবে গর্ব করার মতো তার কিছু থাকত;
কিন্তু ঈশ্বরের সাক্ষাতে তিনি গর্ব করতে পারেন নি।
3শাস্ত্র এ ব্যাপারে বলে, “অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন;
আর সেই বিশ্বাসের দ্বারাই তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন
হলেন।”*

4যে লোক কাজ করে তার মজুরি তো নিছক দান
বলে নয় কিন্তু তার ন্যায্য পাওনা বলে গণ্য হয়। 5কিন্তু
যে মানুষ কাজ করার বদলে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস
করে সেক্ষেত্রে তার বিশ্বাসই তাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন
করে। 6দায়ূদও সেই একইভাবে বলেছেন–ধন্য সেই ব্যক্তি
যাকে ঈশ্বর তার কাজের দ্বারা নয় বরং তার বিশ্বাসের
দরুন ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন।

7“ধন্য তারা, যাদের অন্যায় ক্ষমা করা হয়েছে, যাদের
পাপ ঢেকে রাখা হয়েছে।

8ধন্য সেই ব্যক্তি, প্রভু যার পাপ গণ্য করেন না।”

গীতসংহিতা 32:1-2

9এখন এই সৌভাগ্য কি শুধু যারা সুন্নত হয়েছে
তাদের জন্য? অসুন্নতদের জন্যে কি নয়? কারণ আমরা
বলি, “বিশ্বাস দ্বারাই অব্রাহাম ধার্মিক প্রতিপন্ন
হয়েছিলেন।” 10কিন্তু অব্রাহামের কোন অবস্থায়, তাঁর
সুন্নত হবার আগে, না পরে? আসলে অসুন্নত অবস্থায়ই
তিনি ধার্মিক প্রতিপন্ন হন। 11অসুন্নত অবস্থায় তিনি
বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হন এবং তার চিহ্ন
হিসাবে তিনি সুন্নত হয়েছিলেন। তাই অসুন্নত হলেও
যারা বিশ্বাস করে, অব্রাহাম তাদেরও পিতা; তারাও
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। 12যারা সুন্নত
হয়েছে অব্রাহাম তাদেরও পিতা। তাদের সুন্নত হওয়ার
সুবাদে যে তারা অব্রাহামের সন্তান হয়েছে তা নয়;
কিন্তু সুন্নত হবার পূর্বে অব্রাহামের যে বিশ্বাস ছিল, ঐ
লোকেরা যদি অব্রাহামের সেই বিশ্বাসের পথ অনুসরণ
করে থাকে তবেই তারা অব্রাহামের সন্তান।

বিশ্বাসের দ্বারা প্রাপ্ত ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি

13জগতের উত্তরাধিকারী হবার যে প্রতিজ্ঞা ঈশ্বর
অব্রাহাম ও তার বংশধরদের কাছে করেছিলেন, তা
বিধি-ব্যবস্থার মাধ্যমে আসে নি কিন্তু বিশ্বাসের দ্বারা যে
ধার্মিকতা লাভ হয় তার মধ্য দিয়েই সেই প্রতিজ্ঞা
দেওয়া হয়েছিল। 14কারণ যদি বিধি-ব্যবস্থায় নির্ভর করে
কেউ জগতের উত্তরাধিকারী হয় তবে বিশ্বাসের কোন
অর্থ হয় না এবং সেক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাও মূল্যহীন। 15কারণ
বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলা না হলে তা শুধুই ঈশ্বরের ক্রোধ
নিয়ে আসে। বিধি-ব্যবস্থা যেখানে নেই, সেখানে তার
লঙ্ঘনও নেই। 16তাই ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতির পূর্ণতা
বিশ্বাসের ফলেই লাভ হয়, যেন তা অনুগ্রহের দান
হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে অব্রাহামের সব
বংশধরদের জন্য সেই প্রতিজ্ঞা দৃঢ়ভাবে রয়েছে। যাদের
বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া হয়েছে কেবল তাদের জন্যেই সেই
প্রতিজ্ঞা রয়েছে, তা নয়, কিন্তু তাদের জন্যেও সেই
প্রতিজ্ঞা রয়েছে, যাদের অব্রাহামের মতো বিশ্বাস রয়েছে।
এই প্রতিশ্রুতি তাদেরই জন্য যারা অব্রাহামের মত
বিশ্বাসে চলে। অব্রাহাম আমাদের সকলেরই পিতা।
17শাস্ত্রে লেখা আছে, “আমি তোমাকে বহু জাতির পিতা
করলাম।”* ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অব্রাহাম আমাদের পিতা।
তিনি সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, যিনি মৃতকে জীবন
দেন ও যার অস্তিত্ব নেই তাকে অস্তিত্বে আনেন।
18অব্রাহামের সন্তান হবার কোন আশা ছিল না; কিন্তু
অব্রাহাম ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাসে স্থির ছিলেন। আশা
না থাকলেও আশা করে যাচ্ছিলেন; আর এই জন্যই
তিনি বহুজাতির পিতা হতে পেরেছিলেন। ঠিক ঈশ্বর
যেমন বলেছিলেন, “তোমার বংশধরেরা আকাশের তারার
মত অসংখ্য হবে।”* 19অব্রাহামের বয়স তখন একশ
বছর, কাজেই সন্তান লাভের জন্য তাঁর দৈহিক ক্ষমতা
শেষ হয়ে গিয়েছিল। তাঁর স্ত্রী সারার সন্তান ধারণ করার

“অব্রাহাম ... হলেন” আদি 15:6

“আমি ... করলাম” আদি 17:5

“তোমার ... হবে” আদি 15:5

ক্ষমতা ছিল না। অব্রাহাম এসব কথা চিন্তা করেছিলেন;
কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসে তিনি দুর্বল হয়ে পড়েন নি।
20ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার পূর্ণতার বিষয়ে
অব্রাহামের কোন সন্দেহ ছিল না। অব্রাহাম অবিশ্বাস
করলেন না বরং তিনি বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠলেন
এবং ঈশ্বরের প্রশংসা করলেন। **21**ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি
দিয়েছিলেন তা যে তিনি সফল করতে পারবেন, সেই
সম্বন্ধে অব্রাহাম সুনিশ্চিত ছিলেন। **22**আর তাই, “এই
বিশ্বাস তাকে ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক প্রতিপন্ন
করেছিল।”* **23**শাস্ত্রে এই কথা শুধু যে তাঁর জন্যই
লেখা হয়েছিল তা নয়, **24**ঐ কথাগুলি আমাদের জন্যও
লেখা হয়েছে। আমাদের বিশ্বাসকেও ঈশ্বর আমাদের
পক্ষে ধার্মিকতা হিসাবে প্রতিপন্ন করবেন। কারণ যিনি
প্রভু যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন,
সেই ঈশ্বরে আমরা বিশ্বাস করি।

25আমাদের পাপের জন্য সেই যীশুকে মৃত্যুর হাতে
সমর্পণ করা হল এবং আমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক
প্রতিপন্ন করার জন্য যীশু মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
হয়ে উঠলেন।

ঈশ্বরের সামনে ধার্মিকতা

5 বিশ্বাসের জন্য আমরা ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক
প্রতিপন্ন হয়েছি বলে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে
ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি হয়েছে। **2**খ্রীষ্টের জন্যই
আমরা আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে প্রবেশ
করেছি এবং দাঁড়িয়ে আছি। আমরা আনন্দ করি যে
এই প্রত্যাশা নিয়ে আমরা একদিন ঈশ্বরের মহিমার
অংশীদার হব। **3**এমন কি সমস্ত দুঃখ কষ্টের মধ্যে আমরা
আনন্দ করি, কারণ আমরা জানি যে এইসব দুঃখ কষ্ট
আমাদের ধৈর্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। **4**ধৈর্য্য
আমাদের স্বভাবকে খাঁটি করে তোলে এবং এই খাঁটি
স্বভাবের ফলে জীবনে আশার উৎপত্তি হয়। **5**এই প্রত্যাশা
কখনোই আমাদের নিরাশ করে না, কারণ পবিত্র আত্মার
মাধ্যমে ঈশ্বরের ভালবাসা আমাদের অন্তরে ঢেলে দেওয়া
হয়েছে। সেই পবিত্র আত্মাকে আমরা ঈশ্বরের দানরূপে
পেয়েছি।

6আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম তখন খ্রীষ্ট আমাদের
জন্য প্রাণ দিলেন। উপযুক্ত সময়ে খ্রীষ্ট আমাদের মত
দুষ্ট লোকদের জন্য প্রাণ দিলেন। **7**কোন সৎ লোকের
জন্য কেউ নিজের প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি
অন্যের উপকার করেছেন এমন লোকের জন্য হয়তো
বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে; **8**কিন্তু
আমরা যখন পাপী ছিলাম খ্রীষ্ট তখনও আমাদের জন্য
প্রাণ দিলেন; আর এইভাবে ঈশ্বর দেখালেন যে তিনি
আমাদের ভালবাসেন। **9**ঈশ্বর খ্রীষ্টের রক্তের মাধ্যমে
আমাদের ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন; তবে এই সত্যটি
আরও কত সুনিশ্চিত যে খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের
ক্রোধ থেকে রক্ষা পাব। **10**আমরা যখন তাঁর শত্রু
ছিলাম তখন যদি ঈশ্বর তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁর
সঙ্গে আমাদের মিলন করিয়ে নিলেন, তাহলে মিলনের
পরে এটা আরও কত নিশ্চিত যে আমরা এখন তাঁর
পুত্রের জীবনের মাধ্যমে উদ্ধার পাব।

11শুধু যে উদ্ধার পাব তা নয়, এখন আমরা ঈশ্বরে
আনন্দ করি। আমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে
সেই আনন্দ পেয়েছি, যাঁর মাধ্যমে আমরা এখন ঈশ্বরের
মিত্রে পরিণত হয়েছি।

খ্রীষ্ট ও আদম

12একজনের মধ্য দিয়ে যেমন পৃথিবীতে পাপ
এসেছিল, তেমনি পাপের সাথে এসেছে মৃত্যু। সকল
মানুষ পাপ করেছে আর পাপ করার জন্যই সকলের
কাছে মৃত্যু এল। **13**মোশির বিধি-ব্যবস্থা আসার আগে
জগতে পাপ ছিল, অবশ্য তখন বিধি-ব্যবস্থা ছিল না
বলে ঈশ্বর লোকদের পাপ গণ্য করতেন না; **14**কিন্তু
আদমের সময় থেকে মোশির সময় পর্যন্ত মৃত্যু সমানে
রাজত্ব করছিল। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করার দরুন
আদম পাপ করেছিলেন; কিন্তু যারা আদমকে দেওয়া
ঐসব আদেশ লঙ্ঘন করে পাপ করেনি, মৃত্যু তাদের
উপরেও রাজত্ব করছিল।

আসলে যিনি আসছিলেন, আদম ছিলেন তাঁর
প্রতিরূপ। **15**কিন্তু আদমের অপরাধ যেরকম, ঈশ্বরের
অনুগ্রহ দান সেই রকমের নয়, কারণ ঐ একটি
লোকের পাপের দরুন অনেকের মৃত্যু হল,
সেইরকমভাবেই একজন ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে
বহুলোক ঈশ্বরের অনুগ্রহদানে জীবন লাভ করল।
16আর ঈশ্বরের অনুগ্রহদানের মধ্য দিয়ে যা এল তা
আদমের একটি পাপের ফল থেকে ভিন্ন, কারণ একটি
পাপের জন্য নেমে এসেছিল বিচার ও পরে দণ্ডাজ্ঞা;
কিন্তু বহুলোকের পাপের পর এল ঈশ্বরের বিনামূল্যের
দান। **17**একজন পাপ করল, আর সেই এক ব্যক্তির
অপরাধের জন্য সকলের ওপর মৃত্যু রাজত্ব করল;
কিন্তু এখন যারা ঈশ্বরের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভ করে
ও ধার্মিক গণ্য হবার অধিকার দান হিসেবে পায়,
তারা নিশ্চয়ই সেই এক ব্যক্তি অর্থাৎ যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে
জীবনের পরিপূর্ণতা নিয়ে রাজত্ব করবে।

18তাই আদমের একটি পাপ যেমন সকলের উপরে
মৃত্যুদণ্ড নিয়ে এল; সেই একইভাবে খ্রীষ্টের একটি
ন্যায় কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর দ্বারা সকলেই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়েছে আর তার ফলে তারা
প্রকৃত জীবনের অধিকারী হয়েছে। **19**সুতরাং যেমন
একজনের অবাধ্যতার ফলে সব লোক পাপী বলে গণ্য
হল, সেইরকমভাবে সেই একজনের বাধ্যতার ফলে
অনেকে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবে। **20**বিধি-ব্যবস্থা দেওয়া
হয়েছিল যাতে পাপ বৃদ্ধি পায়; কিন্তু যেখানে পাপের
বাহুল্য হল সেখানে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরো উপচে পড়ল।
21এক সময় যেমন পাপ মৃত্যুর মাধ্যমে আমাদের
উপর রাজত্ব করেছিল, সেইরকম ঈশ্বর লোকদের ওপর
তাঁর মহা অনুগ্রহ দান করলেন যাতে সেই অনুগ্রহ
তাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে

“এই ... করেছিল” আদি 15:6

তোলে; আর এরই ফলে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের
দ্বারা মানুষ অনন্ত জীবন লাভ করে।

পাপে মৃত কিন্তু খ্রীষ্টে জীবিত

6 তাই তোমরা কি মনে কর যে আমরা পাপ করতেই
থাকব যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃদ্ধি পায়? 2মোটেই
না। আমাদের পুরানো পাপ জীবনের যখন মৃত্যু হয়েছে
তখন আমরা কিভাবে আবার পাপেই জীবনযাপন
করতে পারি? 3তোমরা কি ভুলে গেলে যে আমরা
বাপ্তাইজ হওয়ার সময় খ্রীষ্ট যীশুর দেহের অংশতে
পরিণত হয়েছিলাম? বাপ্তাইজ হওয়াতে আমরা তাঁর
মৃত্যুর মধ্যে প্রবেশ করেছিলাম। 4বাপ্তাইজ হওয়াতে
আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে তাঁর মৃত্যুতে সমাহিত হয়েছিলাম,
যাতে খ্রীষ্ট যেমন ঈশ্বরের মহাশক্তিতে মৃতদের মধ্য
থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন, তেমনি আমরাও তাঁর
সঙ্গে পুনরুত্থিত হয়ে এক নতুন জীবনের পথে চলতে
পারি।

5খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ করলেন আর আমরা তাঁর মৃত্যুর
মধ্য দিয়ে তাঁর সঙ্গে যখন যুক্ত হলাম, সুতরাং খ্রীষ্ট
মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন বলে, আমরাও
তাঁর পুনরুত্থানের অংশীদার হব। 6আমরা জানি যে
আমাদের পুরানো জীবন খ্রীষ্টের সঙ্গে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে
মারা গেছে, যাতে আমাদের পুরানো পাপের জীবন
ধ্বংস হয়। তাহলে আমরা আর পাপের দাস হয়ে
থাকব না, 7কারণ যার মৃত্যু হয়েছে সে পাপের শক্তি
থেকেও মুক্তি পেয়েছে। 8যদি আমরা খ্রীষ্টের সঙ্গে মরে
থাকি, আমরা জানি যে আমরা তাঁর সঙ্গেই জীবিত
হব।

9আমরা জানি যে খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
হয়ে উঠেছেন, তিনি আর মরতে পারেন না। এখন
তাঁর উপর মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নেই। 10খ্রীষ্ট মৃত্যুভোগ
করেছিলেন পাপের শক্তিকে চিরতরে পরাভূত করার
জন্যে। এখন তাঁর যে জীবন, সেই জীবন তিনি ঈশ্বরের
জন্য যাপন করেন। 11ঠিক সেইভাবে তোমরাও নিজেদের
পাপ সম্বন্ধীয় বিষয়ে মৃত মনে কর এবং নিজেদের
দেখ যে, তোমরা খ্রীষ্ট যীশুতে সংযুক্ত থেকে ঈশ্বরের
উদ্দেশ্যে জীবিত আছ।

12তাই তোমাদের ইহজীবনে পাপকে কর্তৃত্ব করতে
দিও না। যদি দাও তবে তোমাদের দেহের মন্দ
অভিলাষের অধীনেই তোমরা চলতে থাকবে। 13তাই
তোমাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অধর্মের হাতিয়ার করে
পাপের কাছে তুলে দিও না। মন্দ কাজে তোমাদের
দেহকে ব্যবহার কোর না। নিজেদেরকে ঈশ্বরের হাতে
তুলে দাও। সেই লোকদের মতো হও যারা পাপের
সম্বন্ধে মরেছিলেন এবং মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত
হয়ে এখন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত আছেন। নিজেদের
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার হাতিয়ার করে ঈশ্বরের সেবায়
নিবেদন কর। 14পাপ আর তোমাদের ওপর প্রভুত্ব করবে
না, কারণ তোমাদের জীবন আর বিধি-ব্যবস্থার অধীন
নয় কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন।

ধার্মিকতার দাস

15তাহলে আমরা কি করব? আমরা বিধি-ব্যবস্থার
অধীন নই; ঈশ্বরের অনুগ্রহের অধীন, তাই আমরা কি
পাপ করতেই থাকব? না। 16তোমরা নিশ্চয় জান যে
তোমরা যখন কারো অনুগত হবে বলে তারই হাতে
নিজেদের দাসরূপে তুলে দাও, তখন যার অনুগত হলে,
তোমরা তারই দাস। তোমরা পাপের দাস হতে পার বা
ঈশ্বরের অনুগত হতে পার। পাপ আত্মিক মৃত্যু আনে;
কিন্তু ঈশ্বরের অনুগত থাকলে তোমরা ধার্মিক প্রতিপন্ন
হবে। 17অতীতে তোমরা পাপের দাস ছিলে, পাপ
তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করত; কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানাই, কারণ তোমাদের কাছে যে শিক্ষা সমর্পিত
হয়েছিল তা পূর্ণরূপে পালন করছ। 18তোমরা পাপের
দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে এখন ধার্মিকতারই দাস হয়েছ।
19তোমাদের বুঝতে কষ্ট হয় বলে এই বিষয়টি দৈনন্দিন
জীবনের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝাতে চাইছি। তোমরা
তোমাদের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাপের দাসত্বে ও
মন্দের মধ্যে সঁপে দিয়েছিলে, ফলে তোমরা কেবল
মন্দ উদ্দেশ্যেই জীবনযাপন করতে। সেইভাবে এখন
তোমরা তোমাদের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার
দাসরূপে সঁপে দাও; তাহলে তোমরা ঈশ্বরে সমর্পিত
পবিত্র জীবন যাপন করবে।

20অতীতে তোমরা যখন পাপের দাস ছিলে, তখন
ধার্মিকতার সম্বন্ধে স্বাধীন ছিলে। 21সেই মন্দ কাজ থেকে
কি ফসল তুলেছ? তার জন্য এখন তোমরা লজ্জা
বোধ করছ, কারণ এই সব কাজের ফল মৃত্যু। 22কিন্তু
এখন তোমরা সেই পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বরের দাস
হয়েছ; তাই এখন যে ফসল তোমরা পাচ্ছ তা পবিত্রতার
জন্য এবং তার পরিণাম অনন্ত জীবন। 23কারণ পাপ
যে মজুরি দেয়, সেই মজুরি হল মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বর
অনুগ্রহ করে যা দান করেন সেই দান হল আমাদের
প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

বিবাহের দৃষ্টান্ত

7 ভাই ও বোনেরা, তোমরা যখন মোশির বিধি-ব্যবস্থা
জান, তখন তোমরা নিশ্চয়ই জান যে মানুষ যতদিন
বেঁচে থাকে ততদিনই সে বিধি-ব্যবস্থার অধীনে থাকে।
2তোমাদের কাছে একটা দৃষ্টান্ত দিই : একজন স্ত্রীলোক
নিয়ম মত, যতদিন তার স্বামী বেঁচে থাকে ততদিন
তার প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। স্বামী মারা গেলে সে বিয়ের
বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্তি পায়। 3কিন্তু সেই স্ত্রীলোক,
তার স্বামী বেঁচে থাকতে যদি অপর পুরুষকে বিবাহ
করে, সে ব্যভিচার করে। তার স্বামী যদি মারা যায়,
তাহলে সে বিয়ের বিধি-ব্যবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে যায়;
আর তখন সে যদি অন্য পুরুষকে বিয়ে করে তাহলে
সে ব্যভিচারের দোষে দোষী হয় না।

4অতএব আমার ভাই ও বোনেরা, খ্রীষ্টের দেহের
মাধ্যমে সেইভাবেই তোমাদের পুরানো সত্ত্বার মৃত্যু হয়েছে
ও তোমরা বিধি-ব্যবস্থার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছ। মৃত্যু
থেকে যিনি বেঁচে উঠেছেন এখন তোমরা তাঁরই হয়েছ।

আমরা খ্রীষ্টের হয়েছি, যেন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফল উৎপন্ন
করতে পারি। 5অতীতে আমরা মানবিক পাপ প্রকৃতি
অনুসারে জীবনযাপন করছিলাম। বিধি-ব্যবস্থা পাপের
যেসব প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলে সেগুলি আমাদের দেহে
প্রবল ছিল; যার ফলে আমরা যা করতাম তা আমাদের
কাছে আত্মিক মৃত্যু নিয়ে আসত। 6অতীতে বিধি-ব্যবস্থা
আমাদের বন্দী করে রেখেছিল; কিন্তু এখন আমাদের
পুরানো সত্ত্বার মৃত্যু হয়েছে এবং আমরা বিধি-ব্যবস্থার
বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছি। এখন আমরা নূতন ধারায়
ঈশ্বরের সেবা করি, পুরানো লিখিত বিধি-ব্যবস্থার নির্দেশ
অনুসারে নয় কিন্তু পবিত্র আত্মার নির্দেশে।

পাপের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম

7তোমরা হয়তো ভাবছ যে আমি বলছি যে বিধি-
ব্যবস্থা এবং পাপ একই বস্তু, না! নিশ্চয়ই নয়। একমাত্র
বিধি-ব্যবস্থার দ্বারাই পাপ কি তা আমি বুঝতে পারলাম।
আমি কখনই বুঝতে পারতাম না যে লোভ করা অন্যায়;
যদি বিধি-ব্যবস্থায় লেখা না থাকত, “অপরের জিনিসে
লোভ করা পাপ।”* 8কারণ পাপ ওই নিষেধাজ্ঞার সুযোগ
নিয়ে আমার অন্তরে তখন লোভের আকর্ষণ জাগিয়ে
তুলতে শুরু করল। তাই ওই আদেশের সুযোগ নিয়ে
আমার জীবনে পাপ প্রবেশ করল। ব্যবস্থা না থাকলে
পাপের কোন শক্তি থাকে না। 9এক সময় আমি বিধি-
ব্যবস্থা ছাড়াই বেঁচে ছিলাম; যখন বিধি-ব্যবস্থা এল
তখন আমার মধ্যে পাপ বাস করতে শুরু করল। 10তখন
আমি আত্মিকভাবে মৃত্যু বরণ করলাম। যে আদেশের
ফলে জীবন পাবার কথা সেই আদেশ আমাকে মৃত্যুর
মধ্যে ঠেলে দিল। 11ঈশ্বরের সেই আজ্ঞা দিয়েই পাপ
আমাকে ঠকাবার সুযোগ পেল এবং তাই দিয়েই আমাকে
আত্মিকভাবে মেরে ফেলল।

12তাহলে দেখা যাচ্ছে যে বিধি-ব্যবস্থা পবিত্র আর
তাঁর আজ্ঞাও, পবিত্র ন্যায্য ও উত্তম। 13তাহলে যা
উত্তম, তাই কি আমার কাছে মৃত্যু নিয়ে এল? নিশ্চয়ই
নয়। উত্তম বিষয়ের মধ্য দিয়ে পাপ আমার কাছে মৃত্যু
নিয়ে এল। যাতে পাপকে পাপ বলে চেনা যায়। আজ্ঞাকে
ব্যবহার করে পাপকে অতীব পাপপূর্ণ বলে চেনা গেল।

মানুষের অন্তরের দ্বন্দ

14আমরা জানি যে বিধি-ব্যবস্থা আত্মিক; কিন্তু আমি
আত্মিক নই। ক্রীতদাসের মতো পাপ আমার উপর
কর্তৃত্ব করে। 15কি করছি তাই আমি জানি না কারণ
আমি যা করতে চাই তা করি না বরং যে মন্দ জিনিস
আমি ঘৃণা করি তাই করি। 16আর আমি যে সব মন্দ
কাজ করতে চাই না যদি তাই করি তাহলে বুঝতে হবে
বিধি-ব্যবস্থা যে উত্তম তা আমি মেনে নিয়েছি। 17আমি
যেসব মন্দ কাজ করছি তা আমি নিজে যে করছি তা
নয়, করছে সেই পাপ যা আমার মধ্যে বাসা বেঁধে
আছে। 18হ্যাঁ, আমি জানি যা ভাল তা আমার মধ্যে
বাস করে না, অর্থাৎ আমার অনাত্মিক মানবিক প্রকৃতির
মধ্যে তা নেই। কারণ যা ভাল তা করবার ইচ্ছা আমার
মধ্যে আছে কিন্তু তা আমি করতে পারি না। 19কারণ
যা ভাল আমি করতে চাই তা করি না; কিন্তু যে অন্যায়
আমি করতে চাই না কাজে তাই তো করি। 20যা আমি
করতে চাই না যদি আমি তাই করি তাহলে যে পাপ
আমার মধ্যে আছে তা এই মন্দ কাজ করায়। 21কাজেই
আমার মধ্যে এই নিয়মটি আমি লক্ষ্য করছি যে, যখন
আমি সৎকার্য করতে ইচ্ছা করি তখনও মন্দ আমার
মধ্যে থাকে। 22আমার অন্তর ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা
ভালবাসে। 23কিন্তু আমি দেখছি যে আমার দেহের
মধ্যে আর একটা বিধি-ব্যবস্থা কাজ করছে, যা সেই
বিধি-ব্যবস্থার সঙ্গে লড়াই করে চলে, যা আমার মন
গ্রহণ করেছে। আমার দেহে যে বিধি-ব্যবস্থা কাজ করছে
তা হল পাপের বিধি-ব্যবস্থা এবং এর হাতে আমি
বন্দী। 24কি হতভাগ্য মানুষ আমি! কে আমাকে এই
মৃত্যুর দেহ থেকে উদ্ধার করবে? 25ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার
করবেন! আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের
দ্বারা ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার করবেন।

এই জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তাহলে
দেখছি যে আমি মনে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার দাস; কিন্তু
আমার পাপ প্রকৃতির দিক থেকে আমি পাপ
ব্যবস্থারই দাস।

আত্মাতে জীবন

8তাই যারা খ্রীষ্ট যীশুতে আছে তারা বিচারে দোষী
সাব্যস্ত হবে না। 2কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে আত্মার যে
বিধি-ব্যবস্থা জীবন আনে, তা আমাকে মুক্ত করেছে
সেই পাপের ব্যবস্থা থেকে যা মৃত্যু আনে। 3মোশির
বিধি-ব্যবস্থা যা পারেনি তা ঈশ্বর সাধন করলেন; কারণ
আমাদের স্বভাবজাত দুর্বলতার জন্য মোশির বিধি-
ব্যবস্থা শক্তিহীন ছিল। তাই তিনি তাঁর নিজের পুত্রকে
আমাদের মত মনুষ্যদেহে পাঠালেন, যেন তিনি মানুষের
পাপের জন্য বলি হন। ঈশ্বর এইভাবে সেই মানবীয়
দেহে পাপকে দণ্ডিত করলেন। 4যেন দেহের বশে নয়
কিন্তু আত্মার বশে চলার দরুন আমাদের মধ্যে বিধি-
ব্যবস্থার দাবী দাওয়াগুলি পূর্ণ হয়।

5যারা পাপ প্রবৃত্তির বশে চলে তাদের মন পাপ
চিন্তাই করে; কিন্তু যারা পবিত্র আত্মার বশে চলে,
তারা পবিত্র আত্মা যা চান সেই অনুসারে চিন্তা করে।
6আমাদের চিন্তা যদি দেহ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তবে তার
ফল হয় মৃত্যু; কিন্তু যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত
হয় তবে তার ফল হয় জীবন ও শান্তি। 7তাই যে মন
মানুষের পাপ স্বভাব দ্বারা পরিচালিত সে ঈশ্বর বিরোধী
কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থার অধীনে রাখে
না। বাস্তবে সেই ব্যক্তি ঈশ্বরের বিধি-ব্যবস্থা পালনে
অসমর্থ। 8যারা তাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত
হয় তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।

9কিন্তু তোমরা তোমাদের দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত
নও বরং আত্মা দ্বারা চালিত; অবশ্য যদি ঈশ্বরের আত্মা
তোমাদের অন্তরে বিরাজ করেন তাহলে তুমি আত্মার

“অপরের ... পাপ” যাত্রা 20:17; দ্বি বি 5:21

দ্বারা চালিত হবে; কিন্তু যার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই
সে খ্রীষ্টের নয়। **10**পাপের ফলে তোমাদের দেহ মৃত্যুর
অধীন; কিন্তু খ্রীষ্ট যদি তোমাদের অন্তরে থাকেন, তবে
পবিত্র আত্মা তোমাদের জীবন দান করেন, কারণ খ্রীষ্ট
তোমাদের ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেছেন।
11ঈশ্বর যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত করেছেন;
আর ঈশ্বরের আত্মা যদি তোমাদের মধ্যে বাস করেন
তবে তিনি তোমাদের মরণশীল দেহকে জীবনময়
করবেন। ঈশ্বরই যীশুকে মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত
করেছেন, তাঁর যে আত্মা তোমাদের মধ্যে আছে, তিনি
সেই আত্মার দ্বারা তোমাদের দেহকে সঞ্জীবিত করবেন।

12তাই ভাই ও বোনেরা, আমরা ঋণী কিন্তু সেই
ঋণ আমাদের দৈহিক প্রবৃত্তির কাছে নয়, আমরা অবশ্যই
আর দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা জীবন পরিচালিত করব না।
13কারণ যদি তোমরা দৈহিক প্রবৃত্তির দ্বারা চল তবে
মরবে; কিন্তু পবিত্র আত্মার সাহায্যে যদি দেহের মন্দ
কাজগুলি থেকে বিরত থাক তবে জীবন পাবে।

14ঈশ্বরের প্রকৃত সন্তানেরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা
পরিচালিত হয়। **15**তোমরা যে আত্মাকে পেয়েছ তা
তো দাসত্বের আত্মা নয় যে পুনরায় ভয়ে থাকবে, বরং
তোমরা যে আত্মাকে পেয়েছ তার দ্বারা পুত্রত্ব পেয়েছ;
আর সেই আত্মাতে আমরা ডাকি, “আব্বা”, “পিতা।”
16পবিত্র আত্মা নিজেও আমাদের আত্মার সঙ্গে সাক্ষ্য
দিয়ে বলছেন যে আমরা ঈশ্বরের সন্তান; **17**আর যদি
সন্তান হই, তবে আমরা তাঁর উত্তরাধিকারী এবং খ্রীষ্টের
সাথে উত্তরাধিকারী। যদি অবশ্য খ্রীষ্ট যেমন দুঃখভোগ
করেছিলেন, তেমনি আমরা তাঁর সঙ্গে দুঃখভোগ করি,
আর তা করলে আমরা খ্রীষ্টেরই সঙ্গে মহিমান্বিত হব।

ভবিষ্যতে আমরা মহিমান্বিত হব

18এখন আমরা দুঃখ ভোগ করছি; কিন্তু আমাদের
জন্য যে মহিমা প্রকাশিত হবে তার সঙ্গে বর্তমান
কালের এই দুঃখভোগ তুলনার যোগ্যই নয়। **19**বিশ্বসৃষ্টি
ব্যাকুল প্রতীক্ষায় রয়েছে ঈশ্বর কবে তাঁর পুত্রদের প্রকাশ
করবেন। সমগ্র বিশ্ব এর জন্য আকুল প্রতীক্ষায় রয়েছে।
20বিশ্ব সৃষ্টিকে তো ব্যর্থতার বন্ধনে বেঁধে রাখা হয়েছে
যদিও তা তার নিজের ইচ্ছায় নয় কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায়,
যিনি সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রেখেছেন। **21**তবুও
বিশ্বসৃষ্টির এই আশা রয়েছে যে সেও একদিন এই
অবক্ষয়ের দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে আর ঈশ্বরের সন্তানদের
মহিমাময় স্বাধীনতার অংশীদার হবে।

22আমরা জানি যে এখন পর্যন্ত ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি
ব্যথায় আর্তনাদ করছে যেমন করে নারী সন্তান প্রসবের
ব্যথা ভোগ করে। **23**কেবল গোটা বিশ্ব নয়, আমরাও
যারা পবিত্র আত্মাকে উদ্ধারের জন্য প্রথম ফলরূপে
পেয়েছি, আমাদের দেহের মুক্তিলাভের প্রতীক্ষায় অন্তরে
আর্তনাদ করছি। **24**আমরা উদ্ধার পেয়েছি তাই আমাদের
অন্তরে এই প্রত্যাশা রয়েছে। প্রত্যাশার বিষয় প্রত্যক্ষ
হলে তা প্রত্যাশা নয়। যা পাওয়া হয়ে গেছে তার জন্য
কে প্রত্যাশা করে? **25**আমরা যা এখনও পাইনি তারই
জন্য প্রত্যাশা করছি, ধৈর্য্যের সঙ্গেই তার জন্য প্রতীক্ষা
করছি।

26একইভাবে আমাদের দুর্বলতায় পবিত্র আত্মাও
আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন, কারণ আমরা
কিসের জন্য প্রার্থনা করব জানি না, তাই স্বয়ং পবিত্র
আত্মা আমাদের হয়ে অব্যক্ত আর্তস্বরে আবেদন জানিয়ে
থাকেন। **27**মানুষের অন্তরে কি আছে ঈশ্বর তা দেখতে
পান; আর ঈশ্বর পবিত্র আত্মার বাসনা কি তা জানেন,
কারণ পবিত্র আত্মা ভক্তদের হয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই
সেই আবেদন করেন।

28আমরা জানি যে সব কিছুতে তিনি তাদের মঙ্গলের
জন্য কাজ করেন যারা ঈশ্বরকে ভালবাসে, যারা তাঁর
সংকল্প অনুসারে আহূত। **29**জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর
যাদের জানতেন, তাদের তিনি তাঁর পুত্রের মত করবেন
বলে মনস্থ করলেন। এইভাবে যীশু হবেন অনেক ভাইদের
মধ্যে প্রথমজাত। **30**আগে থেকে তিনি যাদের বেছে
রেখেছিলেন তাদের আহ্বান করলেন; যাদের তিনি
আহ্বান করলেন তাদের ধার্মিক গণ্য করলেন এবং
যাদের তিনি ধার্মিক গণ্য করলেন তাদের মহিমান্বিত
করলেন।

খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যেই ঈশ্বরের ভালবাসা

31এই সব দেখে আমরা কি বলব? ঈশ্বর যখন
আমাদেরই পক্ষে তখন আমাদের বিপক্ষে কে যাবে?
32যিনি তাঁর নিজ পুত্রকেই নিষ্কৃতি দেন নি, এমন কি
আমাদের সকলের জন্যে তাঁকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিলেন,
তখন তিনি তাঁর পুত্রদানের সঙ্গে সবকিছুই কি আমাদের
দান করবেন না? **33**ঈশ্বর নিজের বলে যাদের মনোনীত
করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কে আনবে? ঈশ্বরই
তাদের ধার্মিক করেছেন। **34**খ্রীষ্ট যীশু যিনি মারা গেলেন
ও মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত হয়ে উঠলেন, তিনি
ঈশ্বরের ডানদিকে বসে আছেন আর আমাদের জন্যে
ঈশ্বরের কাছে মিনতি করছেন। **35**খ্রীষ্টের ভালবাসা
থেকে কোন কিছুই কি আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারে?
দুঃখ, দুর্দশা, ক্লেশ, সঙ্কট, তাড়না, দুর্ভিক্ষ, নগ্নতা বা
প্রাণসংশয়, কি তরবারির মৃত্যু? **36**যেমন শাস্ত্রে লেখা
আছে :

“তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন মৃত্যুবরণ করছি।
লোকচক্ষে আমরা বলির মেষের মতো।”

গীতসংহিতা 44:22

37কিন্তু ঈশ্বর, যিনি আমাদের ভালবাসেন তাঁর দ্বারা
আমরা ওই সবকিছুতে পূর্ণ বিজয়লাভ করি। **38-39**কারণ
আমি নিশ্চিতভাবে জানি যে কোন কিছুই প্রভু যীশু
খ্রীষ্টের নিহিত ঐশ্বরিক ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন
করতে পারবে না, মৃত্যু বা জীবন, কোন স্বর্গদূত বা
প্রভুত্বকারী আত্মা, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছু,
উর্দ্ধের বা নিম্নের কোন প্রভাব কিংবা সৃষ্ট কোন কিছুই
আমাদের সেই ভালবাসা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে
না।

ঈশ্বর ও ইহুদী সমাজ

9 আমি খ্রীষ্টেতে আছি এবং সত্যি বলছি। পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিচালিত আমার বিবেকও বলছে যে আমি মিথ্যা বলছি না। **2**আমি ইহুদী সমাজের জন্য অন্তরে সবসময় গভীর দুঃখ ও বেদনা অনুভব করছি। **3**তারা আমার ভাই ও বোন, আমার স্বজাতি। তাদের যদি সাহায্য করতে পারতাম! এমন কি আমার এমন ইচ্ছাও জাগে যে তাদের বদলে আমি যেন অভিশপ্ত এবং খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হই। **4**তারা ইস্রায়েল বংশেরই মানুষ। ঈশ্বর তাদের পুত্র হবার অধিকার দিয়েছেন, নিজের মহিমা দেখিয়েছেন, ধর্ম নিয়ম দিয়েছেন। ঈশ্বর তাদেরই মোশির দেওয়া বিধি-ব্যবস্থা, সঠিক উপাসনা পদ্ধতি এবং তাঁর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। **5**ঐ লোকেরাই আমাদের মহান পিতৃপুরুষদের বংশধর এবং খ্রীষ্ট এই জাতির মধ্য দিয়েই পার্থিব জগতে এসেছিলেন। ঈশ্বর যিনি সবার ওপর কর্তৃত্ব করেন যুগে যুগে তাঁর প্রশংসা হোক! আমেন!

6আমি একথা বলছি না যে ঈশ্বরের যে প্রতিশ্রুতি তাদের জন্য ছিল তা তিনি পূর্ণ করেন নি; কিন্তু ইস্রায়েলের সমস্ত মানুষই সত্যিকার ইস্রায়েলের লোক নয়। **7**এমনও নয় যে অব্রাহামের বংশের বলেই তারা সত্যিকারের সন্তান; কিন্তু ঈশ্বর বলেছিলেন, "কেবল ইস্হাকই তোমার বৈধ পুত্র হবে।"* **8**এর অর্থ হোল এই যে দৈহিকভাবে জন্মপ্রাপ্ত অব্রাহামের সন্তানরা সকলেই ঈশ্বরের সন্তান নয়। অব্রাহামের প্রকৃত বংশধর তারাই যারা অব্রাহামের কাছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি অনুসারে জন্মলাভ করেছে। **9**তিনি অব্রাহামকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন: "নিরুপিত সময়ে আমি পুনর্বার আসব তখন সারার এক পুত্র হবে।"*

10শুধু তাই নয়, রিবিকাও একজন মানুষের কাছ থেকেই সন্তান পেয়েছিলেন, তিনি আমাদের পূর্বপুরুষ ইস্হাক। **11-12**সেই সন্তান দুটির জন্ম হবার পূর্বে ঈশ্বর রিবিকাকে বলেছিলেন: "তোমার সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের দাস হবে।"* তাদের জন্মের পূর্বেই ঈশ্বর এই কথা জানিয়েছিলেন কারণ ঈশ্বরের সংকল্প অনুসারে সেই মনোনয়ন হয়েছিল। সেই সন্তান মনোনীত হোল তার কৃত কোন কর্মের জন্য নয় বরং এই জন্যে যে ঈশ্বর তাকেই আহ্বান করেছিলেন। **13**আর শাস্ত্র যেমন বলে : "আমি যাকোবকে ভালোবেসেছি, কিন্তু এষৌকে ঘৃণা করেছি।"*

14তাহলে আমরা কি বলব? ঈশ্বরে কি অন্যায় আছে? আমরা তা বলতে পারি না। **15**ঈশ্বর মোশিকে বলেছিলেন, "আমি যাকে দয়া করতে চাই, তাকেই দয়া করব। যাকে করুণা করতে চাই, তাকেই করুণা করব।"*

"কেবল ... হবে" আদি 21:12

"নিরুপিত ... হবে" আদি 18:10,14

"তোমার ... হবে" আদি 25:23

"আমি ... করেছি" মালাখি 1:2-3

"যাকে ... করব" যাত্রা 33:19

16তাই ঈশ্বর তাকেই মনোনীত করেন যাকে করুণা করবেন বলে ঠিক করেছেন। তাই মানুষের চেষ্টা বা তার ইচ্ছার ওপর তাঁর মনোনয়ন নির্ভর করে না। **17**শাস্ত্রে আছে ঈশ্বর ফরৌণকে উদ্দেশ্য করে বললেন: "তুমি আমার জন্য এই কাজ করবে, এই জন্যই আমি তোমাকে রাজা করেছি, যেন তোমার মধ্য দিয়ে আমি আমার ক্ষমতা প্রকাশ করতে পারি ও সারা জগতে আমার নাম ঘোষিত হয়।"*

18সেজন্য ঈশ্বর যাকে দয়া করতে চান, তাকেই দয়া করেন আর যার অন্তর ঈশ্বর কঠিন করতে চান, তার অন্তর কঠিন করে তোলেন।

19তাহলে তোমরা হয়তো আমাকে বলতে পার : "তবে ঈশ্বর কেন মানুষদের পাপের জন্য দোষী করেন? কারণ ঈশ্বরের ইচ্ছা কে প্রতিরোধ করতে পারে?" **20**তা সত্য, কিন্তু তুমি কে? ঈশ্বরকে প্রশ্ন করার কোন অধিকার তোমার নেই। মাটির পাত্র কি নির্মাণকর্তাকে প্রশ্ন করতে পারে? মাটির পাত্র কখনও নির্মাতাকে বলে না, "তুমি কেন আমাকে এমন করে গড়লে?" **21**কাদামাটির উপরে কুমোরের কি কোন অধিকার নেই, সে কি একই মাটির তাল থেকে তার ইচ্ছামত দুরকম পাত্র তৈরী করতে পারে না? একটি বিশেষ ব্যবহারের জন্য, অন্যটি সাধারণ ব্যবহারের জন্য।

22ঈশ্বর যদিও চেয়েছিলেন, যে লোকেদের বিনাশের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে তাদের উপর তিনি তাঁর ক্রোধ প্রকাশ করবেন ও তাঁর ক্ষমতার স্পষ্ট প্রমাণ দেবেন, তবু ঈশ্বর তাঁর ক্রোধের পাত্রদের প্রতি অসীম ধৈর্য্য দেখিয়েছেন। **23**যাতে সেই দয়ার পাত্রদের, যাদের তিনি মহিমা প্রাপ্তির যোগ্য করে তৈরী করেছিলেন, তাদের কাছে তাঁর মহিমার ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে পরিচিত করাতে পারেন। **24**আমরাই সেই লোক, ঈশ্বর যাদের আহ্বান করেছেন। ইহুদী ও অইহুদীর মধ্য থেকে ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন। **25**এবিষয়ে হোশেয়ের পুস্তকে লেখা আছে :

"যারা আমার লোক নয়, তাদের আমি নিজের লোক বলব, যে প্রিয়তমা ছিল না তাকে আমার প্রিয়তমা বলব।" *হোশেয় 2:23*

26"আর যেখানে ঈশ্বর বলেছিলেন তোমরা আমার লোক নও, সেখানেই তাদের বলা যাবে জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তান।" *হোশেয় 1:10*

27যিশাইয় ইস্রায়েল সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে বলেছিলেন:

"যদিও ইস্রায়েলীদের সংখ্যা সমুদ্র তীরের বালুকণার মত অগণিত হয়, তবুও তাদের মধ্য থেকে অবশিষ্ট কিছু মানুষ শেষ পর্যন্ত উদ্ধার পাবে। **28**বিচারের ব্যাপারে প্রভু এই পৃথিবীতে যা করবেন বলেছেন, তিনি তা পূর্ণ করবেন, শিগ্গিরই তা শেষ করবেন।"*

"তুমি ... হয়" যাত্রা 9:16

"যদিও ... করবেন" যিশ 10:22-23

29এই রকম কথা যিশাইয় আগেই বলেছিলেন:
“সর্বশক্তিমান প্রভু যদি আমাদের জন্য কিছু
বংশধর রেখে না দিতেন তবে এতদিন আমরা
সদোমের তুল্য হতাম, আমরা এতদিনে ঘমোরার
তুল্য হতাম।”*
30তাহলে এসবের অর্থ কি? অর্থ এই যারা অইহুদী
তারা ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার কোন
চেষ্টা করেনি; তাদেরকেই ঈশ্বর ধার্মিক প্রতিপন্ন করলেন।
তাদের বিশ্বাসের জন্য তারা ধার্মিক প্রতিপন্ন হল। 31আর
ইস্রায়েলীরা বিধি-ব্যবস্থা পালন করার মধ্য দিয়ে ধার্মিক
প্রতিপন্ন হবার চেষ্টা করেও কৃতকার্য্য হয় নি।
32কারণ তারা তাদের কৃতকর্মের দ্বারা ধার্মিক প্রতিপন্ন
হবার চেষ্টা করেছে। ধার্মিক প্রতিপন্ন হবার জন্য তারা
ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস করেনি, তারা ব্যাঘাতজনক পাথরে
ধাক্কা খেয়ে হোঁচট খেয়েছে। 33শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:
“দেখ, আমি সিয়োনে একটি পাথর রাখছি যাতে
মানুষ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়; কিন্তু যারা তাঁর ওপর
বিশ্বাস করবে তারা কখনও লজ্জায় পড়বে না।”
যিশাইয় 8:14; 28:16

10 ভাই ও বোনেরা, আমার হৃদয়ের একান্ত কামনা
এই যেন সমস্ত ইহুদী উদ্ধার পায়। ঈশ্বরের
কাছে এই আমার কাতর মিনতি। 2আমি ইহুদীদের বিষয়ে
একথা বলতে পারি যে ঈশ্বরের বিষয়ে তাদের উৎসাহ
আছে; কিন্তু এটা তাদের জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে
নেই। 3যে পথে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন
তারা সেই পথ জানে না। তারা নিজেদের প্রচেষ্টায়
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চায়। তাই যে
পথে ঈশ্বর মানুষকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করেন, তা তারা
গ্রহণ করে নি। 4খ্রীষ্টের আগমনে বিধি-ব্যবস্থার যুগ
শেষ হয়েছে। এখন যারা তাঁকে বিশ্বাস করে তারাই
ঈশ্বরের সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়।
5বিধি-ব্যবস্থা পালন করে ধার্মিক প্রতিপন্ন হওয়া
সম্পর্কে মোশি বলে গেলেন, “যে ব্যক্তি এইসব বিধি-
ব্যবস্থা পালন করবে সে তার মধ্য দিয়েই জীবন পাবে।”*
6যে ধার্মিকতা ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে হয় সে সম্বন্ধে শাস্ত্রে
বলেছে : “মনে মনে কখনও বোল না, ‘উপরে স্বর্গে কে
যাবে?”’ এর অর্থ, “খ্রীষ্টকে কে পৃথিবীতে নামিয়ে
আনবে?” 7বা নীচে পাতালে কে যাবে?”’ এর অর্থ,
মৃতদের মধ্য থেকে কে খ্রীষ্টকে উর্দ্ধে আনবে?” 8এ
ব্যাপারে শাস্ত্র বলছে : “সেই শিক্ষা তোমার কাছেই
তোমার মুখে ও হৃদয়েই আছে।”* সে শিক্ষা হল বিশ্বাসের
শিক্ষা যা আমরা লোকদের কাছে বলি। 9তুমি যদি
নিজ মুখে যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার কর, এবং অন্তরে
বিশ্বাস কর যে ঈশ্বরই তাঁকে মৃতদের মধ্য থেকে জীবিত
করেছেন তাহলে উদ্ধার পাবে। 10কারণ মানুষ অন্তরে
বিশ্বাস করে ধার্মিকতা লাভ করার জন্য আর মুখে সেই
বিশ্বাসের কথা স্বীকার করে উদ্ধার পাবার জন্য।
11শাস্ত্র এই কথাই বলে যে: “যে খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে
সে কখনও লজ্জায় পড়বে না।”* 12এক্ষেত্রে ইহুদী ও
অইহুদীদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, একই প্রভু সকলের
প্রভু। যত লোক তাঁকে ডাকে সেই সকলের ওপর তিনি
প্রচুর আশীর্বাদ ঢেলে দেন। 13হ্যাঁ, শাস্ত্র বলে, “যে কেউ
তাঁকে বিশ্বাস করে ডাকবে সে উদ্ধার পাবে।”*
14কিন্তু যাঁকে তারা বিশ্বাস করে না তাঁকে ডাকবে
কি করে? আর যারা তাঁর কথা শোনেনি তাঁকে বিশ্বাসই
বা কি করে করবে? কেউ প্রচার না করলে তারা শুনবেই
বা কি করে? 15যারা প্রচার করতে যাবে তারা প্রেরিত
না হলে কি করে প্রচার করবে? হ্যাঁ, শাস্ত্রে কিন্তু লেখা
আছে: “সুসমাচার নিয়ে যারা আসেন তাদের চরণযুগল
কি সুন্দর।”*
16কিন্তু ইহুদীদের মধ্যে সকলেই সেই সুসমাচার গ্রহণ
করেনি। যিশাইয় ঠিকই বলেছেন, “প্রভু আমরা যা
বলেছি তা ক’জনেই বিশ্বাস করেছে।”* 17সুতরাং
সুসমাচার শোনার ভেতর দিয়েই বিশ্বাস উৎপন্ন হয়
আর কেউ খ্রীষ্টের সুসমাচার শোনালে তখনই লোকেরা
সুসমাচার শুনতে পায়।
18তাহলে আমিই জিজ্ঞাসা করি, “লোকেরা কি তার
সুসমাচার শুনতে পায়নি?” হ্যাঁ তারা নিশ্চয়ই শুনেছে
এবিষয়ে শাস্ত্র বলছে:

“তাদের রব পৃথিবীর কোণে কোণে পৌঁছেছে, তাদের
বাক্য পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে গেছে।”
গীতসংহিতা 19:4

19আবার আমি বলি, ‘ইস্রায়েলীয়রা কি বুঝতে পারে
নি?’ হ্যাঁ, তারা বুঝতে পেরেছিল। ঈশ্বরের হয়ে প্রথমে
মোশি এই কথা বলেছেন:

“যারা জাতি বলেই গণ্য নয়, এমন লোকদের মাধ্যমে
আমি তোমাদের ঈর্ষান্বিত করব। অজ্ঞ জাতির দ্বারা
তোমাদের ক্রুদ্ধ করব।” *দ্বিতীয় বিবরণ 32:21*

20এরপর ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে যিশাইয় যথেষ্ট সাহসের
সঙ্গে বললেন:

“যারা আমায় খোঁজে নি তারাই কিন্তু আমাকে
পেয়েছে; আর যারা আমাকে চায় নি তাদের কাছেই
আমি নিজেকে প্রকাশ করেছি।” *যিশাইয় 65:1*

“সর্বশক্তিমান ... হতাম” যিশ 1:9

“যে ... পাবে” লেবীয় 18:5

পদ 6-8 দ্বি বি 30:12-14

“যে ... না” যিশ 28:16

“যে ... পাবে” যোয়েল 2:32

“সুসমাচার ... সুন্দর” যিশ 52:7

“প্রভু ... করেছে” যিশ 53:1

21কিন্তু ইহুদীদের সম্বন্ধে ঈশ্বর বলেন, “সমস্ত দিন ধরে
দু’হাত বাড়িয়ে আমি তাদের জন্য অপেক্ষা করছি;
কিন্তু তারা আমার অবাধ্য এবং আমার বিরোধিতা করেই
চলেছে।”

ঈশ্বর তাঁর লোকদের ভোলেন নি

11 তাহলে আমি জিজ্ঞাসা করি, “ঈশ্বর কি তাঁর
লোকদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন?” নিশ্চয়ই না
কারণ আমিও অব্রাহামের বংশধর, বিন্যামীন গোষ্ঠীর
একজন ইস্রায়েলী।
2পূর্বেই ঈশ্বর যাদের তাঁর নিজের লোক বলে
মনোনীত করেছিলেন তাদের তিনি দূরে সরিয়ে দেন
নি। শাস্ত্র এলিয় সম্বন্ধে কি বলে তোমরা কি জান না?
এলিয় যখন ইস্রায়েলীদের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা
করেছিলেন; 3তখন তিনি বললেন, “প্রভু তারা তোমার
ভাববাদীদের হত্যা করেছে, তোমার যজ্ঞবেদী সকল
ধ্বংস করেছে। আমিই একমাত্র ভাববাদী এখনও জীবিত
আছি আর লোকেরা আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করছে।”*
4কিন্তু ঈশ্বর তখন এলিয়কে কি উত্তর দিয়েছিলেন?
ঈশ্বর বললেন, “এখনও আমার সাত হাজার লোককে
বাঁচিয়ে রেখেছি, যারা আমার উপাসনা করে। এই সাত
হাজার লোক বালের সামনে জানুপাত করেনি।”* 5ঠিক
সেই ভাবেই এখনও কিছু লোক আছে, ঈশ্বর যাদেরকে
নিজ অনুগ্রহে মনোনীত করেছেন। 6ঈশ্বর যদি তাঁর
লোকদের অনুগ্রহে মনোনীত করেছেন, তবে তাদের
কৃতকর্মের ফলে তারা ঈশ্বরের লোক বলে গণ্য হয়নি,
কারণ তাই যদি হোত তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ
হোত না।
7তবে ব্যাপারটি দাঁড়াল এই : ইস্রায়েলীয়রা ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হতে চাইলেও সফলকাম হয়
নি। কিন্তু ঈশ্বর যাদের মনোনীত করলেন, তারাই ঈশ্বরের
সাক্ষাতে ধার্মিক প্রতিপন্ন হল। বাকি ইস্রায়েলীয়রা
তাদের অন্তঃকরণ কঠিন করল ও ঈশ্বরের কথা অমান্য
করল।
8শাস্ত্রে তাই লেখা আছে :
“ঈশ্বর তাদের এক জড়তার আত্মা দিয়েছেন।”
যিশাইয় 29:10

“ঈশ্বর তাদের চক্ষু রুদ্ধ করেছেন, তাই তারা চোখে
সত্য দেখতে পায় না। ঈশ্বর তাদের কান বন্ধ করে
দিয়েছেন, তাই তারা কানে সত্য শুনতে পায় না, এ
কথা আজও সত্যি।” *দ্বিতীয় বিবরণ 29:4*

9দায়ূদ এসম্বন্ধে বলেছেন:
“তাদের ভোজ হোক ফাঁদের মতো, জালের মতো
যা তাদের ধরে। তাদের পতন হোক ও তারা দণ্ড
ভোগ করুক।
10তাদের চোখ রুদ্ধ হয়ে যাক যাতে দেখতে না
পায় আর কষ্টের ভারে সর্বদা নুয়ে থাকুক।”
গীতসংহিতা 69:22-23
11আমি বলি ইহুদীরা হোঁচট খেয়েছিল। সেই হোঁচট
খেয়ে তারা কি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল? না। বরং তাদের
ভুলের জন্যই অইহুদীদের কাছে পরিত্রাণ এসেছে। এটা
ইহুদীদের ঈর্ষাতুর করে তোলার জন্য ঘটেছিল।
12ইহুদীদের সেই ভুল, জগতের জন্য মহা আশীর্বাদ
এনেছে। ইহুদীরা যা হারাল তাদের সেই ক্ষতি অইহুদীদের
সমৃদ্ধ করল। তবে একথা নিশ্চিত যে পর্যাপ্ত সংখ্যক
ইহুদীরা যদি ঈশ্বরের দিকে ফেরে তবে জগত কত না
আশীর্বাদে পূর্ণ হবে।
13এখন আমি অইহুদীদের বলছি, আমি অইহুদীদের
জন্য একজন প্রেরিত; আর আমি এই কাজ সাধ্যমত
করব। 14আমি আশা রাখি যে আমার স্বজাতীয় ইহুদীদের
এতে অন্তর্জ্বালা হবে আর হয়তো সেইভাবে কিছু
লোককে আমি সাহায্য করতে পারব, যেন তারা উদ্ধার
পায়। 15ঈশ্বর ইহুদীদের থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে জগতের
অন্য লোকদের মিত্র করে নিলেন। তাই ঈশ্বর ইহুদীদের
আবার যখন গ্রহণ করবেন তার ফল কি হতে পারে?
সে কি মৃতের জীবন পাওয়ার মত অবস্থা হবে না?
16ময়দার তালের থেকে তৈরী প্রথম রুটি যদি ঈশ্বরকে
নিবেদিত করা হয় তাহলে পুরো তালটাই পবিত্র; আর
একটি গাছের শিকড় পবিত্র হলে তার সব শাখাই পবিত্র
হবে। 17সেই জলপাই গাছের কয়েকটি শাখা ভেঙ্গে
ফেলে সেই জায়গায় তোমার মত বুনো জলপাইয়ের
এক শাখা, ঐ গাছে কলম করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।
এখন তুমি আসল জলপাই গাছের বাকী শাখা প্রশাখার
সঙ্গে শেকড়ের রস ও জীবনী শক্তি টেনে নিচ্ছ। 18সুতরাং,
তুমি সেই ভাঙ্গা শাখাগুলির চেয়ে নিজেকে উন্নত ভেবে
গর্ব কোর না; কিন্তু যদি কর তাহলে মনে রেখো যে
শেকড়কে তুমি ধারণ করছ না বরং শেকড়ই তোমাকে
ধারণ করে আছে। 19তাহলে তুমি বলতেই পার যে
তোমাকে কলম লাগাবার জন্যেই শাখাগুলো ভাঙ্গা
হয়েছিল। 20হ্যাঁ, ঠিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল না বলেই
তাদের ভাঙ্গা হয়েছিল; আর তোমার বিশ্বাস ছিল বলেই
তুমি সেই গাছের অংশরূপে আছ, এর জন্য গর্ব না
করে বরং ভয় কর। 21ঈশ্বর যখন সেই প্রকৃত শাখাগুলিই
কেটে ফেলেছিলেন তখন বিশ্বাস না থাকলে তিনি
তোমাকেও রেহাই দেবেন না। 22তাহলে ঈশ্বরের
দয়ারভাব ও কঠোরভাব দেখ। যারা আর ঈশ্বরের
অনুগামী হয় না তাদের তিনি দণ্ড দেন। কিন্তু ঈশ্বর
তোমার প্রতি দয়াবান হন যদি তুমি তাঁর দয়ায় অবস্থান
করতে থাক। যদি না থাক তাহলে তোমাকে সেই প্রকৃত
গাছ থেকে কেটে ফেলা হবে; 23আর ইহুদীরা যদি
ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে, তাঁকে বিশ্বাস করে তবে
ঈশ্বর ইহুদীদের আবার গ্রহণ করবেন। তারা যেখানে
ছিল ঈশ্বর তাদের সেখানে আবার জুড়ে দেবেন। 24বুনো
জলপাই গাছের শাখা স্বাভাবিকভাবে উত্তম জলপাই
গাছে লাগানো হয় না; কিন্তু তোমরা অইহুদীরা বুনো

“প্রভু … করছে” 1 রাজাবলি 19:10,14

“এখনও … করেনি” 1রাজাবলি 19:18

জলপাই গাছের শাখার মত হলেও তোমাদের সকলকে
উত্তম জলপাই গাছের সঙ্গে যুক্ত করা হল। সুতরাং
ইহুদীরা উত্তম জলপাই গাছের শাখাপ্রশাখা বলে তাদের
ভেঙ্গে ফেলা হলেও তাদের নিজস্ব উত্তম গাছের সঙ্গে
আবার কত সহজেই না যুক্ত করা যাবে।
25ভাই ও বোনেরা, আমি চাই যে তোমরা নিগূঢ়
সত্য বোঝ যাতে নিজের চোখে নিজেকে জ্ঞানী না মনে
কর। এই হল সত্য যে ইস্রায়েলীয়দের কিছু অংশ শক্তগ্রীব
হয়েছে। অইহুদীদের সংখ্যাপূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ইহুদীদের
সেই মনোভাব বদলাবে না। **26**এইভাবে সমগ্র ইস্রায়েলের
উদ্ধার হবে। শাস্ত্রে লেখা আছে:
“সিয়োন থেকে ত্রাণকর্তা আসবেন। তিনি যাকোবের
বংশ থেকে সব অধর্ম দূর করবেন।
27আর তখন এই লোকদের সব পাপ হরণ করে
আমি তাদের সঙ্গে আমার চুক্তি স্থাপন করব।”
যিশাইয় 59:20-21; 27:9

28সুসমাচার গ্রহণ করতে অস্বীকার করে ইহুদীরা
ঈশ্বরের শত্রু হয়েছে । তোমরা যারা অইহুদী তোমাদের
সাহায্য করতেই এমন হয়েছে; কিন্তু বেছে নেবার দিক
থেকে ইহুদীরা এখনও ঈশ্বরের মনোনীত লোক। তাদের
পিতৃপুরুষদের কাছে ঈশ্বর যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন
সেই সুবাদে তিনি তাদের ভালবাসেন। **29**ঈশ্বর কাউকে
আহ্বান জানিয়ে ও দান করে অনুশোচনা করেন না।
30একসময় তোমরা ঈশ্বরের অবাধ্য ছিলে, কিন্তু এখন
ইহুদীদের অবাধ্যতার জন্য তোমরা তাঁর করুণা পেয়েছ।
31ঠিক তেমনই তোমরা করুণা পেয়েছ বলে ইহুদীরা
ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছে যেন ইহুদীরা ঈশ্বরের করুণা
পেতে পারে। **32**ঈশ্বর তাদের সকলকেই অবাধ্যতায় বন্দী
করে রেখেছেন যাতে তিনি সকলের প্রতি দয়া করতে
পারেন।

ঈশ্বরের প্রশংসা

33হ্যাঁ, ঈশ্বর তাঁর করুণায় কতো ধনবান, তাঁর জ্ঞান
ও প্রজ্ঞা কতো গভীর! তাঁর বিচারের ব্যাখ্যা কেউ
করতে পারে না। তাঁর পথ সকল কেউ বুঝতে পারে
না। **34**শাস্ত্রে যেমন বলে,
“প্রভুর মন কে জেনেছে? কে-ই বা তাঁর মন্ত্রণাদাতা
হয়েছে?” *যিশাইয় 40:13*
35“আর কে-ই বা প্রথমে ঈশ্বরকে কিছু দান করেছে?
এমন কে আছে যার কাছে ঈশ্বর ঋণী?”
ইয়োব 41:11

36কারণ ঈশ্বরই সবকিছু নির্মাণ করেছেন; সবকিছু
তাঁর মধ্য দিয়েই অস্তিত্বে আছে এবং তাঁর জন্যেই
রয়েছে। চিরকাল ঈশ্বরের মহিমা হোক্! আমেন।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ কর

12 ভাই ও বোনেরা আমার মিনতি এই, ঈশ্বর
আমাদের প্রতি দয়া করেছেন বলে তোমাদের
জীবন ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে জীবিত বলিরূপে উৎসর্গ কর,
তা তাঁর কাছে পবিত্র প্রীতিজনক হোক। ঈশ্বরের উপাসনা
করার জন্য তোমাদের কাছে এ এক আত্মিক উপায়।
2এই জগতের লোকদের মতো নিজেদের চলতে দিও
না, বরং নতুন চিন্তাধারায় নিজেদের পরিবর্তন কর;
যেন বুঝতে পার ঈশ্বর কি চান, কোনটা ভাল, কোনটা
তাকে খুশী করে ও কোনটা সিদ্ধ।
3ঈশ্বর আমাকে একটি বিশেষ বর দান করেছেন,
তাই তোমাদের মধ্যে প্রত্যেককে আমার কিছু বলার
আছে। নিজের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত তার
থেকে উঁচু ধারণা পোষণ কোরো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে
যে পরিমাণ বিশ্বাস দিয়েছেন তোমরা সেইমতো
নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা পোষণ কর। **4**আমাদের সকলের
দেহ আছে আর সেই দেহে অনেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে,
এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি একই কাজ করে না। **5**ঠিক তেমনই
আমরা অনেকে মিলে খ্রীষ্টেতে দেহ গঠন করি। আমরা
সেই দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত ;
6আর ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুসারেই আমরা ভিন্ন ভিন্ন
বরদান পেয়েছি। কেউ যদি ভাববাণী বলার বরদান পেয়ে
থাকে তবে সে তার বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী
বলুক। **7**যার সেবা করবার বরদান আছে সে তা সেবা
কর্মেই প্রয়োগ করুক। যে শিক্ষক, সে শিক্ষার দ্বারা
লোকদের উৎসাহ দিক। **8**যে উপদেষ্টা, সে উপদেশ
দানের কাজ করুক। যার অপরকে সাহায্যদানের ক্ষমতা
আছে, সে উদারভাবেই সাহায্য করুক। কর্তৃত্ব যার হাতে,
সে সযত্নেই কর্তৃত্ব করুক। যে দয়া করে, সে আনন্দের
সঙ্গেই তা করুক। **9**তোমার ভালবাসা অকৃত্রিম হোক।
যা মন্দ তা ঘৃণা কর আর যা ভাল তাতে আসক্ত
থাক। **10**ভাই-বোনের মধ্যে যে পবিত্র ভালোবাসা থাকে
সেই ভালোবাসায় তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। অপর
ভাই বোনেদের নিজের থেকেও বেশী সম্মানের যোগ্য
বলে মনে কর। **11**প্রভুর কাজে শিথিল হয়ো না। আত্মায়
উদ্দীপ্ত হয়েই তোমরা প্রভুর সেবা কর। **12**আনন্দ কর,
কারণ তোমার প্রত্যাশা আছে। তোমরা দুঃখকষ্টে সহিষ্ণু
হও; নিরন্তর প্রার্থনা কর। **13**তোমার যা আছে তা
অভাবী ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে ভাগ করে নাও। তোমার
গৃহে অতিথিদের স্বাগত জানাও।
14তোমাদের যারা নির্যাতন করে তাদের জন্য প্রার্থনা
করো, যেন ঈশ্বর তাদের আশীর্বাদ করেন। তাদের
মঙ্গলবাদ কর, অভিশাপ দিও না। **15**তোমরা অপরের
সুখে সুখী হও, যারা দুঃখে কাঁদছে তাদের সঙ্গে কাঁদো।
16তোমরা পরস্পর একপ্রাণ হয়ে শান্তিতে থাক,
অহঙ্কারী হয়ো না। যারা দীনহীন মানুষ তাদের সঙ্গে
সম্পর্ক রেখে চল। নিজেকে জ্ঞানী মনে করে গর্ব করো
না। **17**কেউ অপকার করলে অপকার করে প্রতিশোধ
নিও না। সকলের চোখে যা ভাল তোমরা তা করতেই
চেষ্টা কর। **18**যতদূর পার সকলের সঙ্গে শান্তিতে থাকার
চেষ্টা করে যাও। **19**আমার বন্ধুরা কেউ তোমাদের বিরুদ্ধে
অন্যায় করলে তাকে শাস্তি দিতে যেও না, বরং ঈশ্বরকেই
শাস্তি দিতে দাও। শাস্ত্রে প্রভু বলছেন, “প্রতিশোধ নেওয়া

আমার কাজ, প্রতিদান যা দেবার আমিই দেব।”* **20**কিন্তু
তোমরা এই কাজ কর, “তোমার শত্রুরা ক্ষুধার্ত হলে
তাকে খেতে দাও, তোমার শত্রুরা তৃষ্ণার্ত হলে তাকে
জল পান করাও। এই রকম করলে তুমি তাকে লজ্জায়
ফেলে দেবে;”* আর তা হবে তার মাথায় একরাশি
জ্বলন্ত কয়লা রাখার মতো। **21**মন্দের কাছে পরাস্ত
হয়ো না, বরং উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাস্ত করো।

13 প্রত্যেক মানুষের উচিত দেশের শাসকদের
অনুগত থাকা, কারণ দেশ শাসনের জন্য ঈশ্বরই
তাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। যারা এখন শাসন কার্য্যে
নিযুক্ত, ঈশ্বরই তাদের সেই কাজের ক্ষমতা দিয়েছেন।
2তাই তো কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা যে করে, সে ঈশ্বর যা
স্থির করেছেন তারই বিরোধিতা করে। তেমন বিরোধিতা
যারা করে তারা নিজেদের ওপরই শাস্তি ডেকে আনবে।
3তুমি ভাল কাজ করো, শাসকবৃন্দ তোমার প্রশংসা
করবে। ভয় পাবার কারণ থাকে তাদেরই যারা মন্দ
কাজ করে। যদি তুমি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ভয় পেতে
না চাও, তবে যা ভাল তাই কর।

4শাসনকর্তারা আসলে তোমার ভালোর জন্য ঈশ্বর
নিয়োজিত দাস; কিন্তু তুমি যদি অন্যায় কর তাহলে
ভীত হবার কারণ নিশ্চয় থাকে। শাস্তি দেবার মতো
ক্ষমতা শাসকের ওপর ন্যস্ত আছে, তিনি তো ঈশ্বরের
দাস; তাই যারা অন্যায় করে, তাদের তিনি ঈশ্বরের
হয়ে শাস্তি দেন। **5**তাই তোমরা শাসনকর্তাদের অনুগত
থেকো। ঈশ্বরের ক্রোধের ভয়েই যে কেবল তাদের
অধীনতা স্বীকার করবে তা নয়; কিন্তু তোমাদের বিবেক
পরিষ্কার রাখার জন্যও করবে।

6এই জন্য সরকারকে তোমরা প্রাপ্য কর দাও, কারণ
শাসনকার্য্য পরিচালনা করার জন্যই তারা ঈশ্বর দ্বারা
নিযুক্ত আছেন; আর সেই কার্য্যে তারা ব্যস্তভাবে সময়
ব্যয় করেন। **7**তোমার কাছে যার যা প্রাপ্য তাকে তা
দিয়ে দাও। যে কর আদায় করে তাকে কর দাও;
যাদের শ্রদ্ধা করা উচিত তাদের শ্রদ্ধা কর; যাদের
সম্মান পাওয়া উচিত তাদের সম্মান কর।

অপরকে ভালবাসাই একমাত্র বিধি-ব্যবস্থা

8শুধু পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া কারো
কাছে ঋণী থেকো না, কারণ যারা প্রতিবেশীকে
ভালবাসে, তারাই ঠিকভাবে বিধি-ব্যবস্থা মেনে চলছে।
9আমি একথা বলছি কারণ ঈশ্বরের এই আজ্ঞাগুলি
অর্থাৎ “ব্যভিচার করবে না, নরহত্যা করবে না, চুরি
করবে না, অপরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না।”*
আর অন্য যা কিছু আদেশ তিনি দিয়েছেন সে সবগুলি
সংক্ষেপে এই একটি আদেশের মধ্যেই চলে আসে,
“নিজের মতো তোমার প্রতিবেশীকে ভালবাসো।”*
10ভালবাসা কখনও কারোর ক্ষতি করে না, তাই দেখা
যাচ্ছে ভালবাসাতেই বিধি-ব্যবস্থা পালন করা হয়।

11এখন কোন সময় তা তো তোমাদের জানাই আছে।
হ্যাঁ, এখন তো ঘুম থেকে জেগে ওঠার সময়, কারণ
যখন আমরা খ্রীষ্টে প্রথম বিশ্বাস করেছিলাম তখন
অপেক্ষা এখন পরিত্রাণ আমাদের আরো সন্নিকট।
12‘দিন’ শুরু হতে আর দেরী নেই। ‘রাত’ প্রায় শেষ হল
তাই জীবন থেকে অন্ধকারের ক্রিয়াসকল পরিত্যাগ
করে এস এখন পরিধান করি আলোকের রণসজ্জা।
13লোকেরা দিনের আলোয় যেমন চলে আসে আমরাও
তাদের মত সৎ পথে চলি। আমরা যেন হৈ-হল্লা পূর্ণ
ভোজে যোগ না দিই, মাতলামি না করি, যৌন দুরাচার
উচ্ছৃঙ্খলতা থেকে দূরে থাকি; বিবাদ, ঈর্ষা ও তর্কের
মধ্যে না যাই। **14**কিন্তু যেন নব বেশে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে
পরিধান করি ও দৈহিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার
চিন্তায় আর মন না দিই।

অপরের সমালোচনা কোর না

14 বিশ্বাসে যে দুর্বল, এমন কোন ভাইকে তোমাদের
মধ্যে গ্রহণ করতে অস্বীকার কোর না। তার
ভিন্ন ধারণা নিয়ে তার সঙ্গে তর্ক কোর না। **2**এক এক
জন বিশ্বাস করে যে তার যা ইচ্ছা হয় এমন সব কিছুই
সে খেতে পারে; কিন্তু যে বিশ্বাসে দুর্বল সে মনে করে
যে সে কেবল শাকসব্জী খেতে পারে। **3**যে ব্যক্তি সব
খাবারই খায় সে যেন যে কেবল সব্জীই খায়, তাকে
হেয় জ্ঞান না করে। আর যে মানুষ কেবল সব্জী খায়,
তারও উচিত সব খাবার খায় এমন লোককে ঘৃণা না
করা, কারণ ঈশ্বর তাকেও গ্রহণ করেছেন। **4**তুমি অন্যের
ভৃত্যের দোষ ধোর না। সে ঠিক করছে না ভুল করছে
তা তার মনিবই সিদ্ধান্ত করবেন; বরং প্রভুর দাস
নির্দোষই হবে কারণ প্রভু তাকে ধার্মিক প্রতিপন্ন করতে
পারেন।

5কেউ হয়তো মনে করে এই দিনটি ওই দিনটির
থেকে ভাল, আবার কেউ মনে করে সব দিনই সমান
ভাল। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ মনে তার বিশ্বাস সম্বন্ধে
স্থির নিশ্চয় হোক। **6**যে কোন দিনকে বিশেষ মর্যাদা
দিয়ে থাকে সে প্রভুর উদ্দেশ্যেই তা করে। তেমনি যে
মানুষ সবরকম খাবারই খায়, সেও প্রভুর উদ্দেশ্যেই
তা করে, কারণ সে ওই খাবারের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ
জানায়। এদিকে যে ব্যক্তি কিছু খাদ্য গ্রহণে বিরত থাকে
সেও তো প্রভুর উদ্দেশ্যেই তা করে। **7**হ্যাঁ, আমরা
সকলেই প্রভুর জন্য বেঁচে থাকি। আমরা কেউ নিজের
জন্য বেঁচে থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না।
8আমাদের বেঁচে থাকা তো প্রভুরই উদ্দেশ্যে বেঁচে থাকা,
আমরা যদি মরি তবে তো প্রভুর জন্যই মরি। তাই
আমরা বাঁচি বা মরি, যে ভাবেই থাকি না কেন, আমরা
প্রভুরই।

9এইজন্যই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করলেন ও পুনরায় বেঁচে
উঠলেন, যাতে তিনি মৃত ও জীবিত সকলেরই প্রভু
হতে পারেন। **10**তাহলে তোমরা কেন খ্রীষ্টেতে তোমার

“প্রতিশোধ ... দেব” দ্বি বি 32:35

“তোমরা ... দেবে” হিত 25:21-22

“ব্যভিচার ... না” যাত্রা 20:13-15,17

“নিজের ... ভালবাসো” লেবীয় 19:18

এক ভাইয়ের দোষ ধর? তোমার ভাইয়ের থেকে তুমি ভাল, এমন কথাই বা ভাব কি করে? আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের বিচারাসনের সামনে দাঁড়াতে হবে; আর ঈশ্বর আমাদের বিচার করবেন। **11**হ্যাঁ, শাস্ত্রে লেখা আছে:

“প্রত্যেক ব্যক্তি আমার সাক্ষাতে নতজানু হবে। প্রত্যেক ওষ্ঠাধর স্বীকার করবে যে আমি ঈশ্বর, প্রভু বলেন আমার জীবনের দিব্য, এসব হবেই।”

যিশাইয় 45:23

12আমাদের সকলকেই ঈশ্বরের কাছে আমাদের জীবনের হিসাব দিতে হবে।

অপরকে পাপে প্ররোচিত কোর না

13তাই এস আমরা অন্যের বিচার করা থেকে বিরত হই, বরং আমরা সিদ্ধান্ত নেব যে আমরা এমন কিছু করব না যাতে আমাদের কোন ভাই বা বোন হোঁচট খায় ও প্রলোভনে পড়ে পাপ করে। **14**আমি প্রভু যীশুতে নিশ্চিতভাবে বুঝেছি যে কোন খাবার আসলে অশুচি নয়, তা খাওয়া অন্যায় নয়। তবে কেউ যদি সেই খাবার অশুচি ভাবে, তাহলে তার কাছে তা অশুচি। **15**তোমার খাদ্যে যদি তোমার ভাই আত্মিকভাবে আহত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি আর ভালোবাসার পথে চলছ না। তুমি এমন কিছু খেয়ো না যা অন্যের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এতে তার বিশ্বাস আঘাত পেতে পারে, কারণ খ্রীষ্ট সেই ব্যক্তির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। **16**তাহলে তোমার কাছে যা ভাল, তা যেন অপরের কাছে নিন্দিত না হয়।

17ঈশ্বরের রাজ্য খাদ্য পানীয় নয়, কিন্তু তা ধার্মিকতা, শান্তি ও পবিত্র আত্মাতে আনন্দ। **18**যে এ বিষয়ে খ্রীষ্টের দাসত্ব করে, সে ঈশ্বরের প্রীতিপাত্র, এবং মানুষের কাছেও পরীক্ষা সিদ্ধ।

19তাই সেই সব কাজ যা শান্তির পথ প্রশস্ত করে এবং পরস্পরকে শক্তিশালী করে এস আমরা তাই করি। **20**নিছক খাদ্যবস্তু নিয়ে ঈশ্বরের কাজ পণ্ড কোর না, কারণ সব খাদ্যই শুচি ও খাওয়া যায়; কিন্তু কারো কিছু খাওয়া নিয়ে যদি অন্যের পতন ঘটে তাহলে তেমন কিছু খাওয়া অবশ্যই অন্যায়। **21**তোমার ভাই যদি হোঁচট খায় ও পাপে পতিত হয়, তাহলে মাংস আহার বা দ্রাক্ষারস পান না করাই শ্রেয়। তেমন কোন কাজও না করা ভাল যার ফলে তোমার কোন ভাই বা বোনের পতন ঘটতে পারে ও সে পাপ করে।

22তোমরা যা ভাল বলে বিশ্বাস কর তা তুমি ও তোমার ঈশ্বরের মধ্যেই রাখ; কারণ কেউ যখন ভাল মনে করে কোন কাজ করে এবং সে যা করছে সেই ব্যাপারে যদি তার বিবেক তাকে দোষী না করে, তবে সেই ব্যক্তি ধন্য। **23**কিন্তু কোন কিছু খাবার ব্যাপারে যার অন্তরে দ্বিধা থাকে সে যদি তবুও তা খায় তাহলে সে অবশ্যই দোষী, কারণ সে তো নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করল। কেউ যদি বিশ্বাস করতে না পারে যে এটা ঠিক তবে সেই কাজ করা পাপ।

15 আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসে বলিষ্ঠ হয়েছি তাদের কর্তব্য যেন থারা বিশ্বাসে সবল তাদের দুর্বলতায় সাহায্য করি, যেন নিজেদের খুশী করার চেষ্টা না করি। **2**আমরা প্রত্যেকে বরং অপরকে খুশী করার চেষ্টা করব, তা করলে তাদের সাহায্য করা হবে। তারা যেন বিশ্বাসে বলবান হয়ে উঠতে পারে, সে চেষ্টা আমাদের অবশ্যই করা উচিত। **3**খ্রীষ্টও নিজেকে সন্তুষ্ট করার কথা ভাবেননি, বরং শাস্ত্র যেমন বলে: “যারা তোমাদের অপমান করেছে, সেই সব অপমান আমার ওপরই এসেছে।”* **4**শাস্ত্রে বহু আগেই যে সব কথা লেখা হয়েছে তা আমাদের শিক্ষা দেবার জন্যই লেখা হয়েছে। তা লেখা হয়েছে যেন তার থেকে ধৈর্য্য ও শক্তি আসে এবং অন্তরে প্রত্যাশা জন্মায়। **5**আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বর যিনি সকল ধৈর্য্য ও উৎসাহের উৎস, তিনি যেন তোমাদের খ্রীষ্টের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে একমনা হতে সাহায্য করেন। **6**এইভাবে তোমরা যেন সকলে মিলিত কণ্ঠে যিনি আমাদের প্রভু যীশুর পিতা, সেই ঈশ্বরের মহিমা কীর্তন করতে পার। **7**খ্রীষ্ট তোমাদের গ্রহণ করেছেন, তাই তোমরাও পরস্পরকে গ্রহণ করে কাছে টেনে নাও, এতে ঈশ্বর মহিমান্বিত হবেন। **8**মনে রেখো ঈশ্বর ইহুদীদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ করার জন্যই খ্রীষ্ট ইহুদীদের দাস হয়েছিলেন, যেন ঈশ্বর যে বিশ্বস্ত তা প্রমাণ হয়। **9**খ্রীষ্ট এই কার্য্য সাধন করলেন যেন “অইহুদীরা তাঁর দয়া পেয়েছে বলে তাঁর গৌরব করে। শাস্ত্রে যেমন লেখা আছে:

“এই জন্যই অইহুদীদের মধ্যে আমি তোমার গৌরব করব; তোমার নামের প্রশংসা গান করব।”

গীতসংহিতা 18:49

10আবার শাস্ত্র বলে,

“অইহুদীরা, তোমরা ঈশ্বরের মনোনীত লোকদের সঙ্গে আনন্দ কর।” *দ্বিতীয় বিবরণ 32:43*

11শাস্ত্র আরো বলে,

“সমস্ত অইহুদীরা প্রভুর প্রশংসা কর; সমস্ত লোক তাঁর প্রশংসা করুক।” *গীতসংহিতা 117:1*

12আবার যিশাইয় বলছেন,

“যিশয়ের একজন বংশধর আসবেন যিনি সমস্ত অইহুদীদের উপর কর্তৃত্ব করবেন; আর অইহুদী জাতিবৃন্দ তাঁর উপরেই আশা রাখবে।”

যিশাইয় 11:10

13ঈশ্বর, যিনি তোমাদের মধ্যে আশার সঞ্চার করেন, তাঁর উপর প্রত্যাশা তোমাদের সকলকে আনন্দ ও শান্তিতে ভরপুর করুক। তাহলে পবিত্র আত্মার শক্তিতে তোমাদের আশা আরো উপচে পড়বে।

“যারা ... এসেছে” গীত 69:9

পৌল তার কাজ সম্বন্ধে বললেন

14আমার ভাই ও বোনেরা, আমি সুনিশ্চিত যে তোমরা
সবাই উত্তমতায় পূর্ণ। আমি জানি যে তোমরা সব
রকম জ্ঞান সঞ্চয় করেছ, যাতে পরস্পরকে নির্দেশ
দিতে পার। **15**কিন্তু আমি কতকগুলি ব্যাপার মনে করিয়ে
দেবার জন্য সাহসভরে তোমাদের সবাইকে লিখছি, কারণ
ঈশ্বর আমাকে এই বিশেষ বরদান করেছেন। **16**আমি
অইহুদীদের মধ্যে কাজ করার জন্য খ্রীষ্ট যীশুর সেবক
হয়েছি। আমি যাজকের মত তাদের মাঝে ঈশ্বরের
সুসমাচার প্রচার করি, যাতে পবিত্র আত্মা দ্বারা পবিত্রিকৃত
অইহুদীরা ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য উপহাররূপে গ্রাহ্য হয়।

17তাই যীশু খ্রীষ্টে আছে এমন একজন হিসাবে
ঈশ্বরের কাজ করতে আমি গর্ববোধ করি। **18**আমি যে
নিজে কিছু করেছি, এমন কথা বলি না। আমার বাক্য
ও কার্য্য দ্বারা অইহুদীদের ঈশ্বরের বাধ্য করার জন্য
খ্রীষ্ট আমার মাধ্যমে যা করেছেন শুধু তা বলার সাহস
আমার আছে। **19**তিনি নানা অলৌকিক চিহ্ন ও আশ্চর্য
কাজের দ্বারা এবং পবিত্র আত্মার পরাক্রমে আমার
দ্বারা তা পূর্ণ করেছেন। তার ফলে আমি জেরুশালেম
থেকে শুরু করে ইল্লুরিকা পর্যন্ত সমস্ত জায়গায় খ্রীষ্ট
বিষয়ক সুসমাচার প্রচারের কাজ শেষ করেছি। **20**যেখানে
খ্রীষ্টের নাম কখনো বলা হয় নি, সেখানে খ্রীষ্টের সুসমাচার
প্রচার করাই আমার জীবনের লক্ষ্য। অন্যের গাঁথা ভিতের
ওপর আমি গড়ে তুলতে চাই না। **21**এ ব্যাপারে শাস্ত্র
বলে:

“যাদের কাছে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয়নি তারা
দেখতে পাবে; আর যারা শোনেনি তারা বুঝতে পারবে।”
যিশাইয় 52:15

রোম পরিদর্শনে পৌলের পরিকল্পনা

22এই জন্যই বহুবার তোমাদের কাছে যেতে চেয়েও
বাধা পেয়েছি।

23কিন্তু এখন এসব এলাকায় আমার কাজ শেষ
হয়েছে। বহুবছর ধরে তোমাদের সকলের কাছে যাবার
ইচ্ছা আমার মনে ছিল। **24**তাই স্পেন দেশে যাবার
পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা করব; ঐ পথ দিয়ে যাবার
সময় তোমাদের সঙ্গে দেখা করে কিছু সময় আনন্দে
কাটাতে পারব; আশা করি সেই সফরে তোমরা আমায়
সাহায্য করতে পারবে। **25**এখন আমি জেরুশালেমে
যাচ্ছি যেন ঈশ্বরের লোকদের সাহায্য করতে পারি।
26জেরুশালেমে ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যে গরীব
মানুষেরা আছেন তাদের হাতে দেবার জন্য মাকিদনিয়া
ও আখায়ার খ্রীষ্ট বিশ্বাসীরা কিছু চাঁদা তুলেছেন। **27**ওদের
সাহায্য করা উচিত মনে করেই মাকিদনিয়া ও আখায়া
মণ্ডলীরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের সাহায্য করা
উচিত, কারণ তারা অইহুদী হলেও ইহুদীদের কাছ থেকে
আত্মিক আশীর্বাদের সহভাগিতা পেয়েছে। এ বিষয়ে
তারা ইহুদীদের কাছে ঋণী। **28**আমার এই কাজ শেষ
হলে আমি যখন জানব যে সেই চাঁদা ঠিকমতো পৌঁছেছে,
তখন তোমাদের কাছে কিছুক্ষণ থেকে আমি স্পেনে
যাব। **29**আমি জানি যখন তোমাদের সবার কাছে যাব,
তখন খ্রীষ্টের পূর্ণ আশীর্বাদ নিয়েই যাব।

30ভাই ও বোনেরা, তোমাদের কাছে আমার একান্ত
মিনতি তোমরা ঈশ্বরের কাছে আমার জন্য প্রার্থনা
কর। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দোহাই দিয়ে বলছি
পবিত্র আত্মার ভালোবাসায় প্রণোদিত হয়ে তোমরা
আমার জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি কর। **31**প্রার্থনা কর,
যেন যিহূদিয়ায় অবিশ্বাসীদের হাত থেকে আমি রক্ষা
পাই। প্রার্থনা কর যেন জেরুশালেমের জন্য আমার
সেবা সেখানকার পবিত্র ব্যক্তিরা গ্রহণ করেন। **32**তখন
ঈশ্বরের ইচ্ছা হলে আমি খুশি মনেই তোমাদের কাছে
যাব এবং তোমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকে বিশ্রাম পাব।
33শান্তিদাতা ঈশ্বর তোমাদের সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকুন।
আমেন।

পৌলের ব্যক্তিগত শুভেচ্ছাবার্তা

16 এখন আমি খ্রীষ্টেতে আমাদের বোন ফৈবীর জন্য
বলছি। কিংক্রিয়াস্থ মণ্ডলীতে তিনি একজন
বিশেষ সেবিকা। **2**আমি অনুরোধ করি তোমরা প্রভুতে
তাঁকে গ্রহণ কোর। ঈশ্বরের লোকেরা যেভাবে অপরকে
গ্রহণ করে সেইভাবেই তাঁকে গ্রহণ কোর। কোন ব্যাপারে
যদি তিনি তোমাদের সাহায্য চান তবে তাঁকে সাহায্য
কোর। তিনি অনেক লোককে এমনকি আমাকেও খুব
সাহায্য করেছেন।

3যীশু খ্রীষ্টের সেবায় আমার সহকর্মী প্রিস্কা ও
আক্বিলাকে শুভেচ্ছা জানিও। **4**তারা তাদের জীবন
বিপন্ন করে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল। কেবল আমিই
যে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ তা নয়, সমগ্র অইহুদী মণ্ডলীও
তাদের কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

5তাদের গৃহে যে মণ্ডলী সমবেত হন, তাদেরও
শুভেচ্ছা জানিও। আমার প্রিয় বন্ধু ইপেনিতকেও
শুভেচ্ছা জানাও, এশিয়ার মধ্যে সেই প্রথম ধর্মান্তরিত
হয়ে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে। **6**মরিয়মকেও শুভেচ্ছা জানিও
কারণ সে তোমাদের সকলের জন্য কঠোর পরিশ্রম
করেছে। **7**আন্দ্রনীক ও যূনিয়কে শুভেচ্ছা জানিও, তাঁরা
আমার স্বজাতি, আমার সঙ্গে তাঁরা কারাগারে বন্দী
ছিলেন। তাঁরা প্রেরিতদের মধ্যে বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমার
আগেই তাঁরা খ্রীষ্টে ছিলেন। **8**প্রভুতে আমার প্রিয় বন্ধু
আম্প্লিয়াতকে শুভেচ্ছা জানিও। **9**উর্ব্বাণকে শুভেচ্ছা
জানিও, তিনি খ্রীষ্টতে আমাদের সহকর্মী। আমার প্রিয়
বন্ধু স্তাখুকে শুভেচ্ছা জানিও। **10**আপিল্লিকে শুভেচ্ছা
জানিও, তিনি একজন পরীক্ষাসিদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান।
আরিষ্টবুলের পরিবারের সকলকে আমার শুভেচ্ছা
জানিও।

11হেরোদিয়ান যিনি আমার মতোই একজন ইহুদী,
তাকে শুভেচ্ছা জানিও; নার্কিসের পরিবারের মধ্যে
যারা প্রভুর, তাদের সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানিও।
12ত্রুফেণা এবং ত্রুফোষাকে শুভেচ্ছা জানিও, এই
মহিলারা প্রভুর জন্য খুবই পরিশ্রম করেন। আমার সেই
প্রিয় বান্ধবী পর্ষীকে শুভেচ্ছা জানিও, যিনি প্রভুর জন্য

কঠোর পরিশ্রম করেছেন। 13রূফকে শুভেচ্ছা জানিও সে প্রভুতে এক বিশেষ ব্যক্তি; তার মাকে শুভেচ্ছা জানিও তিনিও আমার মায়ের মতো; 14আর অসুংক্রিত, ফ্রিগোন, হর্ম্মিপাত্রোবা, হর্ম্মা ও তাদের সঙ্গে সমবিশ্বাসী ভাইদেরও আমার শুভেচ্ছা জানিও। 15ফিললগ, যুলিয়া, নীরিয় ও তার বোন ওলুম্প ও তাঁদের সঙ্গে যে সব ঈশ্বরের ভক্তেরা আছেন তাঁদেরও আমার শুভেচ্ছা জানিও।

16পবিত্র চুম্বন দিয়ে পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানিও। এখানকার সব খ্রীষ্টমণ্ডলী তোমাদের সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

17ভাই ও বোনেরা, আমি তোমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, যারা দলাদলি সৃষ্টি করে ও পাপে প্ররোচিত করে তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে। তোমরা যে সত্য শিক্ষা পেয়েছ তারা তার বিরোধী। এমন লোকদের থেকে দূরে থেকো। 18এমন লোকেরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করে না। তারা নিজেদের খুশী করতেই কাজ করে চলেছে। তারা মোলায়েম ও মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে সেই লোকদের ভুলিয়ে থাকে, যারা মন্দ জানে না।

19তোমাদের বাধ্যতার কথা সবাই শুনেছে আর সেইজন্য আমি তোমাদের উপরে খুশী হয়েছি। আমি চাই তোমরা সবাই যা ভাল তা চিনে গ্রহণ কর এবং মন্দ থেকে দূরে থাক। 20শান্তির ঈশ্বর শীঘ্রই তোমাদের পায়ের নীচে শয়তানকে পিষে ফেলবেন। আমাদের প্রভু যীশুর অনুগ্রহ তোমাদের সবার সঙ্গে থাকুক।

21আমার সহকর্মী তীমথি তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন; আর আমার মত জাতিতে ইহুদী লুকিয়, যাসোন ও সোষিপাত্র তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

22আমি তর্ত্তিয়, পৌলের হয়ে এই চিঠিটি লিখছি, আমিও প্রভুর নামে তোমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

23আমি যাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছি, যাঁর বাড়িতে গোটা মণ্ডলী সমবেত হয় সেই গাইয়াস ও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ইরাস্ত যিনি এই শহরের কোষাধ্যক্ষ ও আমাদের ভাই ক্বার্ত্ত তারাও তোমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। 24*

25যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে যে সুসমাচার আমি প্রচার করি, সেই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তোমাদের স্থির রাখবার ক্ষমতা ঈশ্বরের আছে। অনেক যুগ ধরে ঈশ্বর তাঁর গোপন উদ্দেশ্যের বিষয় কারোর কাছে জ্ঞাত করেন নি; কিন্তু এখন সুসমাচারের মাধ্যমে তা প্রকাশ পেয়েছে; আর আমি সেইমত তা প্রচার করেছি।

26অনন্ত ঈশ্বরের আদেশ মতো ভাববাদীদের বাণীর মধ্য দিয়ে সব জাতির লোকদের কাছে তা জানানো হয়েছে যেন তারা খ্রীষ্টের ওপর বিশ্বাস করে ঈশ্বরের বাধ্য হতে পারে।

27যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে চিরকাল একমাত্র প্রজ্ঞাবান ঈশ্বরের মহিমা হোক। আমেন।

পদ 24 কোন কোন গ্রীক প্রতিলিপিতে পদ 24 যুক্ত করা হয়েছে: "আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সঙ্গে থাকুক। আমেন।"